প্রকাশক :
শ্রীগোপাল দাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ : ১লা আষাঢ়, ১৩৫৮ সাল

মুদ্রাকর :
শ্রীরাধাশ্যাম রায়কোঙার
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রেস
৯-এ, রামধন মিত্র লেন
কলিকাতা-৭০০০০৪

ভূমিকা

অষ্টাদশ শতাব্দীর এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী বর্ধমান রাজপরিবারের কাহিনীকে অবলম্বন করে "জাল প্রতাপচন্দ" নাটকটী রচিত হয়েছে।

বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ-এর একমাত্র পুত্র কুমার প্রতাপচন্দ বিমাতার চক্রান্তে নিরুদ্দিষ্ট হন। নিরুদ্দেশ ইচ্ছাকৃত নয়। অসুস্থ নিস্পন্দ প্রতাপচন্দ-কে মৃত মনে করে, গঙ্গাতীরে সৎকারের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য শ্মশান যাত্রীরা দাহ না করেই প্রতাপচন্দ এর নিস্পন্দ দেহটাকে ফেলে রেখে, ফিরে আসে। এই ঘটনার চৌদ্দ বৎসর পরে, একদা এক সাধুর আবির্ভাব হয় বর্ধমান রাজপ্রসাদে। ঘটনাচক্রে প্রকাশ পায়, এ সাধু আর কেউ নন– স্বয়ং মহারাজ কুমার প্রতাপচন্দ।

এদিকে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে, —বর্ধমান রাজ পরিবারে। মহারাজ তেজচন্দ এর শ্যালক পরাণচন্দ-এবং মহিষী মহারাণী কমলকুমারী। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন ইংরাজ রাজত্বের গোড়ার যুগে যে ঐতিহাসিক মামলার সৃষ্টি হয়েছিল, আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্তু,— তারই প্রামানিক দলিল। এই ঐতিহাসিক কাহিনী একদিকে যেমন চমকপ্রদ অপরদিকে বিস্ময়কর। ঘটনা সংস্থাপনায় ও নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতে নাট্যকার ডাঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে যে উদ্ভট কল্পনা ও বিষয়বস্তুর ওপর নাট্যরচনা সুরু হয়েছে, যার সঙ্গে মা, মাটী ও মানুষ অথবা দেশ, জাতি, সমাজের কোন সম্পর্ক নেই, আলোচ্য নাটকটী কেবলমাত্র তার ব্যতিক্রম নয়, নাট্যকার প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন, ইতিহাস-নাটকের মাধ্যমে কত জীবন্তরূপ পরিগ্রহ করতে পারে। এইখানেই নাট্যকারের কৃতিত্ব।

নাট্যকার ডাঃ মুখোপাধ্যায় চিকিৎসা বিজ্ঞানী। নাট্যরচনা, পরিচালনা ও নাট্যাভিনয় করা তাঁর পেশা নয়—নেশা। ইতিপূর্ব্বে 'মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার তাঁর এই নেশার ফসল। 'ডেভিড্ হেয়ার' তাঁকে নাট্যকাররূপে চিহ্নিত করেছে। আলোচ্য নাটকটী তাঁকে নিশংসয়ে নাট্য সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

নাটক প্রতিক্রিয়াশীল। তাই নাট্যরচনার ক্ষেত্রে সংযম ও পরিমিতি বোধের একান্ত প্রয়োজন। ডাঃ মুখোপাধ্যায় এই দুটী সদ্‌গুণেরই অধিকারী। নাট্য সরস্বতীর সাধনা তাঁর সার্থক হোক্—এই কামনা করি। ইতি

উৎসর্গ

বর্তমান যুগের বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং নাট্য আন্দোলনের পুরোধা পরম শ্রদ্ধেয় **শ্রীমন্মথ রায়** মহাশয়কে "জাল প্রতাপচন্দ" উৎসর্গ করে ধন্য হ'লাম।

বর্ধমান সংস্কৃতি পরিষদের প্রকাশনায় নাট্যকার সুবোধ মুখোপাধ্যায়ের অন্যান্য রচনা :—

সাধক কবি কমলাকান্ত—পূর্ণাঙ্গ নাটক

সাধক কমলাকান্ত—জীবনী ও পদাবলী

মহাত্মা ডেভিড হেয়ার—স্ত্রী ভূমিকাবর্জিত পূর্ণাঙ্গ নাটক

[অমৃতবাজার পত্রিকার শতবার্ষিকী উৎসবে এবং মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেবের দ্বিশত বার্ষিকী জন্মোৎসব উপলক্ষে অভিনীত]

যীশুখ্রীষ্ট—পূর্ণাঙ্গ নাটক [যন্ত্রস্থ]

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য নাটক

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে পার্ক সার্কাস ময়দানে অভিনীত]

ভারত পথিক রাজা রামমোহন

ঈশ্বরচন্দ্র [স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত-ছাত্রদের জন্য]

মহামানব বিদ্যাসাগর

ভগবান তথাগত

ডাক্তারের ডায়েরী থেকে

সাদা-কালো

শরণাগত [একাঙ্ক]

সীতা কি সতী ? „

আমার কথা

বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস বর্ধমানের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কয়েক শতাব্দীব্যাপী। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে এই বংশের ইতিহাস বৈচিত্র্যময়-অনেক চমকপ্রদ ঘটনায় বিধৃত। লিখিত ভাবে না থাকায় হারিয়েও গেছে অনেক কথা। নাটকের উপাদান এই ইতিহাসে প্রচুর। যাঁরা সব জানতেন তাঁরাও হারিয়ে গেছেন, আর যা প্রবাদের মতন আজও প্রচলিত তাও হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের অকর্মন্যতার জন্য। তাঁদেরই ইতিহাসের কিছু অংশ নিয়ে রচনা করেছিলাম 'সাধক কবি কমলাকান্ত' নাটক। বর্ধমান সংস্কৃতি পরিষদ সে নাটকের প্রকাশক এবং নাটকটী বিদ্বজ্জন থেকে সাধারণ মানুষ পর্য্যন্ত সকলের সমাদর লাভ করেছে।

বর্ধমান রাজ বংশের এক ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনা 'জাল প্রতাপচন্দ'।

জাল প্রতাপচন্দকে নিয়ে অনেক ঘটনা বর্ধমানের লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, অবশ্য সকল ঘটনাই সত্য নয় এবং ভিত্তিহীন অনেক গল্পই আছে প্রতাপচন্দের নামে। আমার নাটকে আমি প্রতাপচন্দ সম্বন্ধে যথাসম্ভব ঐতিহাসিক তথ্যই অবলম্বন করেছি অবশ্য নাটকীয়তার কারণে কিছু রূপকের সাহায্য নিতে হয়েছে। তবে এ কথা বলতে পারি—নাটক যদিও ইতিহাস নয়—"জাল প্রতাপচন্দ" কিন্তু রাজ বংশের প্রামান্য ইতিহাসেরই কিছু অংশ। তাই নাটকটী শুধু নাটক বলে নয়—বর্ধমানের ইতিহাসের কিছু অংশ বলে স্বীকৃতি লাভ করলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করব।

এই নাটক রচনায় বর্ধমান সংস্কৃতি পরিষদের সদস্যদের প্রেরণা তো আছেই বিশেষ করে সম্পাদক শ্রীমদন পাল এবং কোষাধ্যক্ষ শ্রীকানাই দাসের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাটক রচনায় কয়েকটী চরিত্রে সংলাপ যোজনার জন্য শ্রদ্ধেয় অগ্রজতুল্য শ্রীবিভূতি চাঁদ কর্পূর মহাশয়ের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী—শুধু ভাষার জন্য নয়—"গুলাবচন্দের" চরিত্রে স্বয়ং অভিনয় করে আমাকে তিনি ধন্য করেছেন। এক কালের বর্ধমানের অভিনেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট। আরও উল্লেখ্য—নাটকের "পরাণচন্দ" তাঁরই পূর্বপুরুষ।

এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবি শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে নাটকের কোর্টসিনের পরিকল্পনার' জন্য তিনিও বর্ধমানের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন—তাঁরা সকলেই নাটকটাকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন তাঁদের প্রাণবন্ত অভিনয়ের দ্বারা।

পাণ্ডুলিপি রচনায় সাহায্য করার জন্য বন্ধুবর ডাঃ তারক মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম আমার চিরকাল মনে থাকবে এবং মূল্যবান উপদেশ দিয়ে নাটক রচনায় সাহায্য করার জন্য বন্ধুবর ডাঃ নারায়ণ চন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ কিশোর রায়, পুত্রতুল্য অধ্যাপক সুনীলাক্ষ চক্রবর্ত্তীর নাম স্মরণ করছি। বহু মূল্যবান উপদেশ এবং এই নাটকটীর ভূমিকা লিখে দেবার জন্য সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই বর্ত্তমান বাংলা নাটকের অন্যতম পুরোধা ও পরিচালক শ্রদ্ধেয় শ্রীদেব নারায়ণ গুপ্ত মহাশয়কে। ডি, এম, লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপাল দাস মজুমদার মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই 'জাল প্রতাপচন্দ' এর প্রকাশনার ভার নেওয়ার জন্য। তাঁদের সাহায্য ব্যতিরেকে 'জাল প্রতাপচন্দ' এর প্রকাশ সম্ভব হ'ত না। প্রচ্ছদ শিল্পী শ্রীমান শিব শঙ্কর কুণ্ডুর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সর্ব্বশেষে স্মরণ করি আমার প্রানপ্রিয় বন্ধুবর স্বর্গীয় কোহিনুর দত্ত ও অগ্রজ তুল্য শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় ঋতেন্দ্র নাথ চৌধুরীকে। উভয়েই এই নাটকের সাফল্যের জন্য নানা উপদেশ দিয়ে আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন, কিন্তু পুস্তকাকারে নাটকটী প্রকাশের সময় তাঁরা দুজনেই আমাদের অনেক উর্দ্ধে। ঈশ্বর তাঁদের আত্মার সদগতি করুন এবং তাঁরাও আমার বেদনার অশ্রুজলের অর্ঘ্য গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন এই কামনা করি।

প্রথম অভিনয় রজনী

বর্ধমান সংস্কৃতি পরিষদের একবিংশতিতম বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠান উপলক্ষে

পরিচালনায়—	সুবোধ মুখোপাধ্যায়
সহকারী—	মদন পাল
উপদেষ্টামণ্ডলী—	অধ্যাপক অমূল্য সেন, শ্রীবিভূতিচাঁদ কর্পূর ও ৺কোহিনুর দত্ত
মঞ্চ ব্যবস্থাপনায়—	সর্ব্বশ্রী কানাই দাস ও বিশ্বজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর সংযোজনায় ও আবহ সঙ্গীত	শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় গোপেশ্বর সঙ্গীত সংসদের সদস্যগণ
আলোকসজ্জায়—	শ্রীঅজিত রায়
মঞ্চসজ্জায়—	দে ডেকরেটার্স, বর্ধমান
রূপসজ্জায়—	বি, ব্রাদার্স, কলিকাতা
শব্দপ্রক্ষেপনে—	বর্ধমান রেডিও সার্ভিস, বর্ধমান
স্মারক—	সর্বশ্রী শঙ্করী চট্টোপাধ্যায়, সুমন্ত বর্মন ও কানাই দাস
নেপথ্য সঙ্গীতে—	সর্বশ্রী শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, রাধাকিষণ পোদ্দার, হেম মহন্ত, গোবিন্দ প্রসাদ দে, বিমল মল্লিক, সেখ আব্দুস সাত্তার, কালিমোহন বসু ও বন্দনা সান্যাল।

প্রথম অভিনয় রজনীতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন

তেজচন্দ—	অধ্যাপক অমূল্যভূষণ সেন
প্রতাপচন্দ—	শ্রীমদন পাল
পরানচন্দ—	ডাঃ স্বরূপ দত্ত
মহতাবচন্দ—	শ্রীকিষণ পাঁজা
গুলাবচন্দ—	শ্রীবিভূতি কপূর্র
প্যারেলাল—	শ্রীঅজিত ঘোষ
কমলাকান্ত—	শ্রীতন্ময় চট্টোপাধ্যায়
সন্ন্যাসী—	শ্রীসুবোধ পাঁজা
ভেস্তু—	শ্রীরাখহরি সরকার
সুরেশ—	শ্রীমহানন্দ মাইতি
গোপী—	শ্রীপাঁচুগোপাল রায়
সি, টি, ট্রাওয়ার—	শ্রীদিলীপ পোদ্দার
জেমস্ ওয়াকার ওগিল্‌বি—	শ্রীপ্রনব মুখোপাধ্যায়
ডেভিড হেয়ার—	ডাঃ নারায়ণকুমার চন্দ্র
ক্ষেত্রমোহন সিংহ—	শ্রীপুরুষোত্তম চৌধুরী
রাধাকৃষ্ণ বসাক—	৺শম্ভুনাথ ঘোষ
মহিবুল্লা খাঁ—	শ্রীবিজয় সাউ
কমলকুমারী—	শ্রীমতী মানসী বন্দ্যো,পাধ্যায়
আনন্দকুমারী—	শ্রীমতী আলো রাজা
বসন্তকুমারী—	শ্রীমতী শিখা মুখোপাধ্যায়
জজ সাহেব—	শ্রীবিশ্বজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
কাউন্সিলগণ—	ডাঃ নবঘন মৈত্র ও শ্রীগৌতম দুবে
কাজি সাহেব—	শ্রীগোকুল পোদ্দার
পেয়াদা—	শ্রীমহানন্দ মাইতি
বাউলের দল—	সর্বশ্রী মধুমঙ্গল মুখোপাধ্যায়, সুশীল সাহা, শঙ্কর দত্ত, ও সুরঞ্জন বরাট
ভৃত্য—	শ্রীসুমন্ত বর্ম্মন
সহিস—	শ্রীকানাই দাস
অনুচরগণ—	সর্বশ্রী ফকির পাল, সুমন্ত বর্মন, শান্তি চক্রবর্তী, ও বৈজনাথ খাণ্ডেল ওয়াল

—•—

বর্ধমান সংস্কৃতি পরিষদের রজত জয়ন্তী স্মরণে

জাল প্রতাপচন্দ

জাল প্রতাপচন্দ

চরিত্র পরিচিতি

—)০*০(—

তেজচন্দ	বর্ধমানের মহারাজা
প্রতাপচন্দ	ঐ পুত্র
মহতাবচন্দ	পরাণ চন্দের পুত্র
পরাণচন্দ	তেজচন্দের শ্যালক
গুলাবচন্দ	আনন্দ কুমারীর পিতা
প্যারেলাল	রাজ কর্মচারী
সন্ন্যাসী	
ক্ষেত্রমোহন	প্রতাপচন্দের বন্ধু (বিষ্ণুপুরের রাজা)
রাধাকৃষ্ণ বসাক ...	ঐ বন্ধু
ডেভিড হেয়ার ...	প্রতাপচন্দের বন্ধু
গোপী ... / ভেমু ... / সুরেশ	বর্ধমান নগরবাসী
কমলাকান্ত	সাধক ও প্রতাপচন্দের গুরু
সি. টি. ট্রাওয়ার / ওগিল্‌বি ...	বর্ধমানের কালেক্‌টার
মহিবুল্লা ...	কালনার দারোগা
কমল কুমারী ...	তেজচন্দের মহিষী
আনন্দ কুমারী ...	প্রতাপচন্দের স্ত্রী
বসন্ত কুমারী ...	পরাণচন্দের কন্যা ও তেজচন্দের মহিষী

হুগলী কোর্টের জজ, কাউন্সিলগণ, কাজি, পেস্কার, পেয়াদা, ট্রাওয়ারের সহিস, ভৃত্য, বাউলের দল, কালনা নগরবাসী, সন্ন্যাসীর লোকজন, অন্যান্য ব্যক্তিগণ।



মহারাজধিরাজ মহতাবচন্দ বাহাদুর
(সন ১২২৭—১২৮৬ সাল)



পরাণচন্দ বাহাদুর
(সন ১১৮৮—১২৫১ সাল)



মহারাজধিরাজ তেজচন্দ বাহাদুর
(সন ১১৭১—১২৩৯ সাল)



মহারাজ প্রতাপচন্দ বাহাদুর
(সন ১১৯৮—১২২৭ সাল)

—প্রথম দৃশ্য—

১৮১৬ খৃঃ, বর্ধমান সহর প্রান্তস্থিত বাদশাহী সড়ক—সময়—অপরাহ্নকাল—মঞ্চের দৃশ্য তোলবার সময় ঘোড়া ছোটার পায়ের শব্দ—ফিটন্ গাড়ী আসার এবং একটা গোলমালের শব্দ শোনা গেল। দৃশ্য সম্পূর্ণ উঠলে দেখা গেল বর্ধমান মহারাজ কুমার প্রতাপচন্দ একজন সাহেবের চুলেরমুঠী ধরে টেনে নিয়ে আসছেন এবং মাঝে মাঝে হাতের একটা চাবুক দিয়ে আঘাত করছেন। দু'চারবার আঘাত করে ছেড়ে দিলেন সাহেবকে। সাহেব ছিট্‌কে একধারে পড়লো। প্রতাপের সহিস প্রতাপের পাশেই ছিলো, প্রতাপ চাবুকটা তার হাতে দিয়ে রুমাল বার করে কপাল ও মুখের ঘাম মুছে হাত মুছতে লাগলেন; সাহেবের সহিস এসে সাহেবকে তুলে ধরে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে শেষে সাহেব কে দাঁড়াতে সাহায্য করলে। মাটীতে সাহেবের চাবুক পড়েছিল সেটা কুড়িয়ে নিলে। সাহেবের পকেট থেকে রুমাল বার করে সাহেবের গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিল। সাহেব ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতাপের দিকে গর্জ্জন করছে। প্রতাপও সাহেবের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, সাহেব বর্ধমানের কালেক্টর সি, টি, ট্রাওয়ার; প্রতাপের বয়স-২৫ বৎসর

ট্রাওয়ার—[নিজের পা ঝাড়তে ঝাড়তে ক্রুদ্ধস্বরে] Do you know who I am? I shall see you, I will prosecute you. টুম্ জান্তা নেহি—হাম্ কৌন হ্যায়—টুম্‌কো হাম্—হাম্—

প্রতাপ—Shut up—চুপ রহো বেত্‌মিজ্‌—তোম্ জান্‌তে হো বেয়াদব—ম্যয় কোন্ হুঁ—

ট্রাওয়ার—Shut up nonsense—I am the Collector of Burdwan—C. T. Trower—I will punish you. হামি টোমাকে কোটল করিব। সহিস্! পাকড়ো ডাকুকো, জলদি পাকড়ো শালাকো।

[প্রতাপ ট্রাওয়ারের সহিসের হাত থেকে চাবুক কেড়ে নিয়ে পুনরায় আঘাত করলে ট্রাওয়ারকে। ট্রাওয়াব মাটীতে পড়ে গেল। সহিস্ তুলে ধরলে খুব ভয়ে ভয়ে।]

প্রতাপ—ফের যদি গাল দিবি—তোকে চাবুক মেরে শেষ করে ফেলবো। ব্যাটা কালেকটার! বিলাতের ছোটোজাতের ছেলে, মেথর—মুদ্দোফরাসের ছেলে—এখানে এসে কালেকটার হয়েছিস্, আবার রোয়াব দেখাচ্ছিস। আমার বগি দেখে আমাকে রাস্তা দেওয়া হচ্ছিল না। আমার আগে আগে যাবে; বিলিতি কুকুর বাচ্ছার এত বড় স্পর্দ্ধা! কালেকটর অফ্‌ বারডওয়ান! জানতা নেই বেতমিজ—হাম প্রতাপচন্দ হ্যায়—উল্লুক কাঁহাকা! আওর কভি হামরা পথ নেহি রোখ্‌না।

[চাবুক ফেলে দিয়ে চলে গেলেন]

ট্রাওয়ার—[উঠে গা হাত ঝেড়ে আস্ফালন করতে করতে] Pratapchand! Pratapchand! Alright, I shall see you! [সহিসকে] টোম্ কেয়া করতা উল্লুক? শূয়ার্ কা বাচ্চা!

সহিস—হামকেয়া করেগা হুজুর—(কাঁদতে কাঁদতে) what I do —I fear. হাম্‌তোanimal ডরসে জুজু বন্ গয়া। উনকা তাগদ কেতনা—body গণ্ডারকা প্রায়—

ট্রাওয়ার—গণ্ডার হ্যায় টো কেয়া হ্যায়! চলো হাম্ ডেখেগা—ক্যায়সা Pratapchand হ্যায়। I must teach him a good lesson।

সহিস—হুজুর! আভি কোঠিমে চলিয়ে। go home, মেমসাব think—মুখমে চাবুককা দাগ—জলদি চলিয়ে—জলদি চলিয়ে—

ট্রাওয়ার—যাতা হ্যায় বেয়াদব। লেকিন rascal গিয়া কি ধার? I will prosecute him. I will prosecute him. Pratapchand—Pratapchand—

[খোঁড়াতে খোঁড়াতে সহিসের হাত ধরে বার হ'য়ে গেল)

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

বর্ধমান রাজপ্রাসাদ অভ্যন্তর; মহারাণী কমলকুমারী [৩২] বসে আছেন, একপাশে পরানচন্দ্ দাঁড়িয়ে আছেন। মহারাজ তেজচন্দ্ [৫২] অস্থিরভাবে পাদচারণা করছেন।

তেজ—প্রতাপচন্দ—প্রতাপচন্দ। কি করি বল—তোমরাই বল তাকে নিয়ে আমি করি কি? মাতৃহীন সন্তান বলে আদর দিয়ে দিয়ে আমার মা তার মাথা খেয়েছেন।

পরাণ—জাঁদরেল কালেকটর—তাকে চাবুক মারা—অপমান করা—

তেজ—দেওয়ান রঘুনাথের পরামর্শে আমরা বৈষ্ণব হ'য়েও শক্তিসাধক কমলাকান্তকে বর্ধমানে প্রতিষ্ঠা করে প্রতাপকে তার শিষ্য করে দিলাম; কিন্তু তাতেও কোন ফল হ'ল না।

কমল—ও কাজটা ভাল হয়নি। কমলাকান্তর সংস্পর্শে এসে প্রতাপ আরও মাতাল হয়েছে—আরও উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে—

তেজ—বুঝলাম সব, কিন্তু এখন করি কি?

কমল—করবেন আবার কি? তাকে ডেকে ভালো করে শাসন করুন। সে বুঝতে শিখুক—আপনার বয়স হ'লেও এবং সে জোয়ান হ'লেও বর্ধমান রাজ্যের মালিক আপনি এবং ইচ্ছা করলে আপনি তাকে ত্যজ্যপুত্রও কবতে পারেন—

তেজ—[হাস্য কবে] এ তুমি কি বললে মহারাণী! বর্ধমান রাজবংশের একমাত্র সন্তান—তাকে করবো ত্যজ্যপুত্র! এ কথা সে বিশ্বাস করবে—না তা সম্ভব? তারচেয়ে পরাণ তুমি ট্রাওয়ার সাহেবের কাছে ক্ষমা চেয়ে একটা পত্র লিখে দেওয়ানকে পাঠাও। লেখ—মহারাজ তাঁর পুত্রের এইরূপ ব্যবহারে লজ্জিত এবং দুঃখিত—

প্রতাপ—[প্রতাপ দাঁড়িয়ে শুনছিলেন—প্রবেশ করলেন] এবং আমি বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ বাহাদুর ইহার জন্য করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—

তেজ—হ্যাঁ—এই কথা, ঠিক বলেছো। তুমি তাহলে ভুল বুঝতে পেরেছো? দেখলে—দেখলে মহারাণী! আমার প্রতাপ তেমন ছেলে নয়! যাও যাও পরাণ পত্র লিখে নিয়ে এসো, প্রতাপও তাতে সই করবে।

[পরাণচন্দ প্রস্থানোদ্যত]

প্রতাপ—কিসে সই করবো বাবুজী?

তেজ—এই যে তুমি বললে—ক্ষমা ভিক্ষা করে কালেকটারের কাছে—

প্রতাপ—কালেকটারের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবো আমি? ঐ ট্রাওয়ারের কাছে? কেন—সে সাহেব বলে? তারই উচিত আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়া। শেষ করেই দিতাম—

পরাণ—শুনুন মহারাজ—আপনার গুণধর পুত্রের কথা। প্রতাপ—তুমি রাজপুত্র হ'লেও ভুলে যেয়ো না যে—সে সাহেব, ইংরেজ, বর্ধমানের কালেকটার। ওরা আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—

প্রতাপ—থাম—থাম—তুমি আর আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করো না। যারা ভালো জাতের সাহেব—তারা চাকরি করে না। বিলাতের যারা ছোটো জাতের সাহেব—তারাই চাকরি নিয়ে এদেশে আসে। আমার বিষয় নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

কমল—ভাইজী, কেন তুমি প্রতাপের বিষয়ে মাথা ঘামাও। জান তুমি তোমার পরামর্শ ও কোনদিন নেবেনা। শুধু শুধু অপমানিত হবার জন্যে—

তেজ—প্রতাপ, পরাণ ঠিকই বলেছে। কাজটা তোমার গর্হিত হয়েছে। কালেকটারকে চাবুক মারা—

প্রতাপ—কালেকটার কেন, দরকার হ'লে তাদের বাবাকেও চাবুক মারবো। আমি বর্ধমানের রাজার ছেলে—আমার একটা সম্মান নেই? আমার বগির জন্যে সে পথ ছেড়ে দেবে না? এ কম অপমানের কথা! আর আমার অপমান মানে আপনার অপমান। ওদের ভয় করে আমাদের চলতে হবে? ভয় করে করে আমরা তো সব হারিয়েছি। পুলিশ, আদালত সবই তো আগে আমাদের অধীনে ছিল। সে সবই আমাদের গেছে—শেষে—সম্মানটুকুও? না বাবুজী, তা আমি পারব না।

তেজ—সে কথা সত্য। সবই আমাদের গেছে। শুধু ঐ সম্মানটুকুই আছে। পরাণ, প্রতাপ এ কথাটা ঠিকই বলেছে।

পরাণ—কালেকটারকে চাবুক মারলেই যদি বর্ধমান রাজার সম্মান বজায় থাকে, তা'হলে চাবুক মারুক—আমার কোন কথা বলবার প্রয়োজন নেই। জানি—উপদেশ হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে—

[প্রস্থানোদ্যত]

প্রতাপ—মূর্খ আমি না তুমি? আমাদের অন্নদাস হ'য়ে আমাদেরই

অমঙ্গল চিন্তা কর,—বিশেষ করে আমার। কিন্তু যত চেষ্টাই তুমি কর—তুমি পরাণচন্দ পরাণচন্দই থাকবে। বর্ধমানের রাজা হব আমি। কাজেই বর্ধমানের সম্মান কোথায় কি ভাবে বজায় থাকবে—সে দেখতে হবে আমাকে, তোমাকে নয়।

তেজ—ঠিক, ঠিক, সে কথা সত্য—প্রতাপের বয়স হয়েছে। রাজ্যের ভালোমন্দ বোঝবার ক্ষমতা বা বুদ্ধি তার আছে; তা ছাড়া বর্ধমান রাজবংশের মান সম্মান তাকে দেখতেই হবে।

কমল—তোমাকে কতদিন বলেছি ভাইজী—তুমি প্রতাপের কোন কথায় থেকো না। প্রতাপ যা খুসী-করুক—তোমার বলবার প্রয়োজন কি? এখন অপমান হজম কর। ও রাজার ছেলে—

প্রতাপ—নিশ্চয়ই আমি রাজার ছেলে। তোমাদের মতন কম্বল-ওয়ালার ছেলে নই।

তেজ—আঃ—এ কি বিপদ! প্রতাপ, তুমি কি বলছ? না, না মহারাণী কমলকুমারী তোমার বিমাতা হ'লেও—তোমার মঙ্গলাকাঙ্খিনী, আর পরাণচন্দও তোমার শুভাকাঙ্খী। এ তুমি কি বলছ? মহারাণী—

কমল—মহারাজ, আমাদের যথেষ্ট হ'য়েছে—আপনি আমাদের লাহোর যাবার ব্যবস্থা করে দিন। সেখানে আমরা চানা খেয়ে সুখে শান্তিতে থাকবো তবু এখানে এই প্রতাপের গঞ্জনা সহ্য করে রাজভোগ খাবো না। চল ভাইজী আমরা আজই লাহোর যাবো। [ক্রন্দন ও পরাণচন্দকে টেনে নিয়ে প্রস্থান]

প্রতাপ—[মৃদুহাস্য] হাঃ—হাঃ—হাঃ

[তেজচন্দ বিমূঢ়বৎ কিছুক্ষণ তাদের যাত্রাপথে তাকিয়ে রইলেন; প্রতাপ হাসতে লাগলেন]

তেজ—আচ্ছা প্রতাপ, ওরা কি সত্যই লাহোর চলে গেল? দেখ দেখ, বিমাতা হ'লেও বর্ধমানের মহারাণী—

প্রতাপ—আপনি কিছু ভাববেন না, বাবুজী। লাহোর কেন, ওরা কালনাও যাবে না—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওরা কি করে প্রতাপের আরও সর্ব্বনাশ করতে পারে তারই পরামর্শ করতে গেল। আপনি নিশ্চিত জানবেন—ঐ পরাণই বর্ধমান রাজবংশের কাল হবে।

তেজ—[চিন্তা করে] তা সত্য। এক এক সময়ে আমারও তাই মনে হয়। লোকটা ভাল নয়। তোমাকেই বলছি—কারণ তুমি আমার পুত্র। হ্যাঁ তোমাকে আমি ডেকেছিলাম—একটা বিশেষ কাজের জন্য—অত্যন্ত গোপনীয় এবং জরুরী—

প্রতাপ—আদেশ করুন।

তেজ—কিন্তু আশ্চর্য্য, কি জন্য যে ডেকেছিলাম তা এখন আর মনে পড়ছে না। অথচ এটুকু মনে আছে যে, কাজটা অত্যন্ত গোপনীয় এবং অত্যন্ত জরুরী। আচ্ছা তুমিই বল, দরকারি কাজের সময় অন্য কথা নিয়ে মাথা ঘামালে আসল কাজটা ভুল হ'য়ে যায় না?

প্রতাপ—নিশ্চয়ই।

তেজ—কিছুতেই মনে পড়ছে না। আঃ, কি বিপদে পড়লাম—মনে হচ্ছে, মাথাটা আমার একবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে।

প্রতাপ—অত ভাবছেন কেন? অমন কখনো কখনো হ'য়ে থাকে। বেশ, আবার মনে পড়লে—আমাকে ডাকবেন। হ্যাঁ, আমি কয়েকদিনের জন্য একবার কোলকাতা যাবো। ডেভিড হেয়ার সাহেবকে একটা দূরবীণের জন্য বলেছি। শুনলাম, সেটা এসেছে—ওটা আনতে হবে। এখন আমি চললাম—[প্রস্থান]

তেজ—তাইতো—কি একটা বিশেষ জরুরী কাজে প্রতাপকে ডাকলাম, গোপনীয় অথচ জরুরী। কালেকটার—না—না—সাধক কমলাকান্ত—না—না [কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন উৎফুল্ল হ'য়ে] ঠিক্—মনে পড়েছে—মনে পড়েছে—দেওয়ান রঘুনাথের পরামর্শ। প্রতাপ—প্রতাপ—মনে পড়েছে—মনে পড়েছে, দেওয়ান রঘুনাথের পরামর্শ—দেওয়ান রঘুনাথের পরামর্শ— [বলতে বলতে প্রস্থান]

—তৃতীয় দৃশ্য—

বর্ধমান বোরহাটে অবস্থিত—সাধক কমলাকান্ত প্রতিষ্ঠিত কালীমাতার প্রাঙ্গণ। পিছনে দাওয়ায় কালীমূর্ত্তি এবং পূজার সরঞ্জাম, সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে সুরেশ, ভেনু, সবাই পূজা দিতে এসেছে।

সুরেশ—দেওয়ান রঘুনাথের পরামর্শেই কাজটা হ'য়েচে—কি বল ভেনু খুড়ো ?

ভেনু—আমরা সামান্য মানুষ, আমাদের রাজারাজড়ার কথায় থাকতে নেই। তবু যখন কান আচে, তখন শুনতেই হয়। কথা ছুটে এসে কানে ঢুকে পড়ে তাই, তবু সাবধান! তোকে খুব বিশ্বাস করি বলেই কথাটা তোর কাচে চেপে রাখতে পারচি না—তুই যেন আবার—

সুরেশ—[নাক, কান মলে—প্রণাম করে] মা কালীর ইচ্ছায়—ও গুণটা তো আমার আচে ভেনু খুড়ো। আমার পেট তো নয়—নোয়ার সিন্দুক। যত খুশী কথা ভরে দাও—মা কালীর ইচ্ছায় তালা পড়ে গেল—কার বাপের সাধ্যি টেনে বের করে। তোমার বরং দেখেচি—

ভেমু—কখন তুই দেখলি ? এঁ্যা, কখন তুই দেখলি ? আমি যা কিছু বলি তোকেই বলি—কারণ জানি আর যে করে করুক তুই পাঁচকান করবি না—

সুরেশ—এই মা কালীর ইচ্ছায়—তোমার কথাটা যদি আমি আর কাকেও বলি তো কি বলেচি

ভেমু—তাহ'লে শোন্ [কানে কানে কি বললে] বুঝলি।

সুরেশ—তাই না কি ? মা কালীর ইচ্ছায়, দেওয়ান রঘুনাথের পরামর্শেই মহারাজ বর্ধমান রাজ্যের সব ভার পেতাপচাঁদকে নেকাপড়া করে দিয়েচেন। পেতাপচাঁদই এখন ছোটরাজা।

ভেমু—চুপ্। এই মাত্র না বললাম, কথাটা পাঁচকান করবি না—ঐ ছাখ্—চুপ্—

[প্রবেশ করে গোপীমোহন—বয়স ৬০ এর উর্দ্ধে—হাতে একটা পাতায় পূজার দ্রব্য]

ভেমু—[ইসারায় দেখায় গোপীমোহনকে] চুপ্—। এই যে গোপী খুড়ো—খবর কি ?

গোপী—আর খবর কি ? মায়ের মানত ছিল—তাই শুধতে এলুম। শুনেছিলুম আজ শনিবার, অমাবস্যা তিথি পড়েচে, আমাদের নতুন ছোটরাজা নিজে পূজো করতে আসবেন।

সুরেশ—তুমিও তাই শুনেচ ? মা কালীর ইচ্ছায় আমরাও তাই শুনেচি। তবে শুনেছিলুম কথাটা নাকি খুব গোপনীয় ?

[ভেমুর দিকে তাকায়]

ভেমু—গোপনীয়ই তো ছিল, কি জানি কি করে পাঁচকান হ'ল। আজকাল একটা কথা তো গোপন থাকবার জো নেই। বল গোপী খুড়ো, তুমি যাকেই বিশ্বাস করে বল, দেখবে পাঁচকান হয়ে গ্যাচে।

গোপী—তা যা বলেচ। যাই আগে পূজোটা নামিয়ে দিয়ে আসি

[পূজার দ্রব্য প্রতিমার সামনে রেখে প্রণাম করে ফিরে এল]

[এরা কথা বলবে—দু' একজন ভক্ত-আরও আসবে, পূজার দ্রব্য রাখবে, প্রণাম করবে, কেউ থাকবে বা চলে যাবে]

ভেমু—তুমি এ গোপন খবরটা জানলে কি করে ?

স্বরেশ—কিন্তু আমি বলিনি।

গোপী—তোর কাচে কেন শুনবো—বদ্ধমানের সবাই তো জানে—এর আর গোপন কি আচে ?

ভেমু—তবে একটা কথা তোমাদের বলে রাখচি—কথাটা অবশ্য খুব গোপনীয়—যদি ভুলে কাকেও বলে ফেল—তাকে বলে দেবে—সে যেন আর কাউকে না বলে।

[প্রবেশ করেন সাধক কমলাকান্ত ও প্রতাপচন্দ। কমলাকান্তের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি—মাথায় চুল, দাড়ি, রক্তবসন অঙ্গে—কপালে রক্তরেখা। প্রতাপের অঙ্গে রক্ত পট্টবস্ত্র ও চাদর—মুক্ত দেহ। এঁদের দেখেই অন্য ভক্তরা পাশে সরে দাঁড়ায়, হাত জোড় করে]

কমলাকান্ত—এসো প্রতাপ—চল পূজায় বসবে চল, সব প্রস্তুত।

প্রতাপ—[ভক্তদের প্রতি] তোমরা সব পূজো দিতে এসেছ বুঝি ?

গোপী—আজ্ঞে হ্যাঁ ছোটরাজা। আপনি এখানে আসবেন শুনেই আমরা আরও এয়েচি—

ভেমু—আর যতই কথাটা গোপন থাক না কেন—পাঁচকান হ'য়ে গ্যাচে। আমরা খবর পেয়েচি—

প্রতাপ—বেশ, বেশ—তা তোমরা এখন বাইরে অপেক্ষা কর। আমরা পূজো শেষ করি তারপর আসবে।

ভেমু—যে আজ্ঞে—। চল, চল সব আমরা বাইরে অপেক্ষা করি।

[কমলাকান্ত ও প্রতাপচন্দ মূর্ত্তির কাছে গেলেন—আসনে বসলেন]

ভেন্নু—[জনান্তিকে সুরেশকে] কথাটা গোপন রাকিস্। তোর আবার যা পেট— [সকলে প্রণাম করলে]

সুরেশ—বলছি না—মা কালীর ইচ্ছায় সিন্দুক—

[পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করে প্রস্থান করলে, কমলাকান্ত পূজা আরম্ভ করলেন, প্রতাপ পূজা করছেন। ক্রমে রাত্রি হ'ল। কমলাকান্তের নির্দ্দেশে প্রতাপচন্দ্র অঞ্জলি দিলেন]

প্রতাপ—গুরুদেব—আপনার প্রতিষ্ঠিত মৃণ্ময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে যদি সংগীত প্রভাবে প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে থাকে, আমি মহাশক্তি-ময়ীর সেই শক্তির আভাস পেতে চাই।

কমলা—প্রতাপ! মহাশক্তিময়ীর শক্তি তুমি পরীক্ষা করতে চাও? যোগবলে তুমি অনেক অগ্রসর হয়েছ সত্য, কিন্তু মহাশক্তিময়ীর কণা মাত্র শক্তিতে প্রলয় সংঘঠিত হ'তে পাবে। কাজেই তুমি সামান্য মানুষ হয়ে তা সহ্য করবে কেমন করে?

প্রতাপ—যার দীক্ষাগুরু সাধকপ্রবর কমলাকান্ত—তার আবার ভয় কি গুরুদেব! গুরু সাধকের শক্তিতে আমি শক্তিমান। আমি তো মায়ের শক্তি পরীক্ষা করতে চাই না—তাঁর এক কণা কৃপা লাভ করে নিজে ধন্য হ'তে চাই। এই আমার আকাঙ্খা।

কমলা—বেশ তাই হবে, ভক্তের অভিলাষ মা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন। যোগাসনে বসে তোমার হৃদয়ের সহস্র কমলদলে শুধু মা'র মাতৃরূপ, বরাভয়রূপ চিন্তা কর। তোমার মনোবাঞ্ছা মা অবশ্যই পূর্ণ করবেন।

[প্রতাপ কয়েকটি রক্তজবা বা রক্তকমল নিয়ে যোগাসনে বসলেন। কমলাকান্ত গান আরম্ভ করলেন]

[কমলাকান্তর সংগীত]

নাচগো শ্যামা! আমার অন্তরে।
সদানন্দময়ী নাচ! চিদানন্দ উপরে॥
নাচগো—নাচগো শ্যামা! নাচন দেখি;
তোমার দিগবাস অট্টহাস, গলিত চিকুরে॥
মণিময় মন্দির সুরতরু মূলে,
ঐ ধাম আবৃত, সুধা সরোবরে॥
কমলাকান্তের এই, কামনা করুণাময়ী।
এ তনু সফল কর মা। দুঃখ যাউক দূরে॥

[সঙ্গীত শেষে অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত হ'ল দেবীমূর্ত্তি—নানারূপ বৈচিত্র্যময় গর্জন শ্রুত হ'ল, ক্রমে গাঢ় অন্ধকার হ'য়ে এল—সেই অন্ধকারের মধ্যে শুধু কালীর স্মিত হাস্যমুখ এবং অভয়হস্ত দেখা গেল—প্রতাপচন্দ দেখে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।]

—চতুর্থ দৃশ্য—

১৮২১ খৃঃ। বর্ধমান রাজপ্রাসাদ অভ্যন্তর ভাগ। কক্ষের সম্মুখে প্রশস্ত বারান্দা। কক্ষের একটা জানালা বারান্দার দিকে। জানালা দিয়ে কক্ষের অভ্যন্তর ভাগ দৃষ্টিগোচর হয়—সুসজ্জিত কক্ষ, পালঙ্ক ইত্যাদি কক্ষের মধ্যে আছে। কথা বলতে বলতে প্রবেশ করলেন কমলকুমারী ও পরাণচন্দ। সবুজ রংয়ের বেনারসী শাড়ি ও নানাবিধ অলংকারে সুশোভিতা কমলকুমারী

পরাণ—বাঃ—সত্যিই চমৎকার। অপূর্ব্ব মানিয়েছে তোমাকে বহিন—

কমল—কিন্তু ভাইজী, কাজটা কি ঠিক হবে, যতই হোক্ আমি তো তার—না-না আমার কেমন যেন লাগছে—

পরাণ—বেশ—তাহ'লে তুমি প্রতাপের অনুগ্রহ প্রার্থী হ'য়ে বর্ধমান রাজের দাসী হ'য়ে থাকো—আমার আর কি—আমার যা কিছু বলা বা করা সবই তো তোমার জন্যে; তুমি যদি না বলো, আমি আর কিছুদিন পর পাঞ্জাব চলে যাবো। প্রতাপের অপমান সহ্য করবাব জন্য বর্ধমানে থাকবো না।

কমল—না-না তা আমি বলছি না। কি জানো, আমরা স্ত্রীলোক, ছেলে আর মা—ঐখানেই দুর্বলতা।

পরাণ—বেশ, দুর্ব্বলতা নিয়েই থাকো। মহারাণী কমলকুমারী যে এত দুর্ব্বল চিত্ত তা আমি আগে জানতাম না।

কমল—না-না-ঠিক তা নয়, আর আমি একথা ভাববো না, বল আমাকে কি করতে হ'বে।

পরাণ—তুমি এই স্থানেই অপেক্ষা কর। আমি মহারাজকে খবর দিচ্ছি। কিন্তু সব মনে থাকে যেন, যেমন—যেমন বলেছি। দেখি প্রতাপচন্দ কেমন রাজত্ব করে।· ছোটরাজা—[প্রস্থান]

কমল—ছোটরাজা—ছোটরাজা হ'য়ে উনি আমাদের ওপর আধিপত্য করবেন! আমি হব প্রতাপের অনুগ্রহপ্রার্থী। দেখি প্রতাপ—কেমন তুমি সাধক কমলাকান্তর শিষ্য। আসুন, আসুন মহাবাজ! আপনার অমূল্য সময় বোধ হয় আমি নষ্ট করে দিলাম।

[তেজচন্দের প্রবেশ]

তেজ—[কমলকুমারীর সাজসজ্জা দেখে প্রথমে অবাক হ'লেন—পরে অভিভূত হলেন]
কি ব্যাপার মহারাণী! এ যে অপূর্ব্ব দৃশ্য—সত্যই তুমি আমার মহারাণী—

কমল—আজ যে আমাদের সাদির রাত, শুভ মিলনের দিন—তাও মহারাজার স্মরণ নেই—

তেজ—তাই নাকি ? আজ আমাদের সাদির রাত ! কি করে মনে থাকবে বল ! ছ-ছ বার সাদি করে কার সঙ্গে কবে সাদি হয়েছে, তা কি মনে রাখা সম্ভব ? তুমিই বল না। ঠিক আছে—ঠিক আছে, তাই তুমি সেই সবুজ শাড়ীটা পরেছ ? বাঃ, সুন্দর মানিয়েছে ! বল আজকের দিনে তোমাকে কি উপহার দেব ? সবই তো তোমার আছে। তবু বল, কি পেলে তোমার দিল খুশ্ হয়—বল কি চাই তোমার ?

কমল—কিছুই আমার চাই নে—শুধু প্রভুর কাছে প্রার্থনা—আজ আমি এই মহলে থাকবো। মহারাজ যদি কিছু মনে না করেন এই মহলেই আজ রাত্রি যাপন করবেন। অন্ততঃ একটা রাতের জন্যও সবুজ হ'তে চাই—তাই এই সবুজ সজ্জা।

তেজ—তা বেশ, সম্মত হ'লাম। এ আর বেশী কথা কি ? কিন্তু এত ভাল ভাল সাজানো মহল থাকতে—মহারাণীর হঠাৎ এই মহল পসন্দ হ'ল কেন ?

কমল—মনে নেই ? আমাদের প্রথম রাতের বাসর এই মহলেই হয়েছিল।

তেজ—তাই না কি ? কত আর মনে রাখি বল ! কখন কোন মহলে কার সঙ্গে প্রথম রাত কাটিয়েছি, কোথায় প্রথম দিন হ'য়েছে, কিছুই স্মরণ থাকে না। আচ্ছা, তোমার সব সাধই পূরণ হবে। যখন সাদি দিবসই হবে, তখন আমি আদেশ পাঠাচ্ছি মালিকে, ভাল মালা আর ফুল দেবার জন্য। আর এখনই স্বর্ণকারকে তলব করছি—যা হোক কিছু একটা অলঙ্কার, উপহারের জন্য প্রস্তুত করতে। আমি শীঘ্রই আসব।

কমল—(তেজচন্দের হাত ধরে) না-না ওসব আমার চাইনে। আপনার বাহুযুগলই আমার শ্রেষ্ঠ মালা—আপনার আশীর্ব্বাদই আমার অলঙ্কার—অন্য জিনিষ আমার প্রয়োজন নেই। তবে মহারাজ যদি খুসী হন, অবশ্যই নিতে হবে। যান—কিন্তু বেশী বিলম্ব করবেন না। আমি অধীর আগ্রহে মহারাজার জন্য অপেক্ষা করব।

তেজ—না-না, আমি ঠিক সময়েই উপস্থিত হব। পরাণকেও সঙ্গে আনব—সেও খুসী হবে। আমি জলদি আসব—তুমি নিশ্চিন্ত থাক। [প্রস্থান]

কমল—নিশ্চিন্ত আমি আছি। [নিজের পোষাকের দিকে একবার দৃষ্টি দেয়] সত্যিই কি এখনও আমার সেই রূপ আছে! কিন্তু কাজটা কি ভাল হবে! [কিছুক্ষণ চিন্তা করে] না হ'য়ে উপায় কি? আমাকে তো বাঁচতে হবে। না-না অত ভাবলে চলবে না—সামনের পথে এগিয়ে যেতে হবে। পিছিয়ে যাওয়া—ভাইজি। দেখি শেষ পর্য্যন্ত জালে মাছ পড়ে কি না [বিপরীত দিকে প্রস্থান]

[হাতে একখানি পত্র নিয়ে পড়তে পড়তে প্রবেশ করেন প্রতাপচন্দ। কিছু মদমত্ত অবস্থা—সুসজ্জিত দেহ]

প্রতাপ—'ইতি। আপনার জ্যেষ্ঠা মহিষী প্যারীকুমারী।' এতদিন পরে হঠাৎ প্রেম উথলে উঠল। বিবাহ দিবস [কক্ষের দিকে দৃষ্টি দিয়ে] বাসর মহল—হ্যাঁ এই তো বাসর মহল—ঠিক আছে। যদি আমাকে দেখে খুসী হও—এসেছি। [পত্র পড়তে পড়তে] 'কতদিন আপনার চরণ দর্শন করি নাই। রাজকার্য্যে অধুনা আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত—সেইজন্যই বোধহয় দর্শন লাভ হয় না। আজ সন্ধ্যায় অতি অবশ্যই আসিবেন। আপনার দেওয়া সেই সবুজ শাড়ীতে সজ্জিত

হইয়া আমি অপেক্ষা করিব। দাসীর শত সহস্র প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি। আপনার জ্যেষ্ঠা মহিষী প্যারীকুমারী। কিন্তু এ কি প্যারীকুমারীর স্বাক্ষর! যাক্, নাই বা সে লিখল। তবে কাঞ্চননগরের আমোদ আর এখানের প্রাসাদের [অন্যমনস্ক হ'য়ে পত্রখানা ফেলে দিলেন] আমোদে অনেক প্রভেদ। সেখানে আধুনিক গোসলখানা—স্ফূর্ত্তিখানা—বাঈজী—তার ওপর বন্ধু দিনেমারের গভরনর, ওখারেক বেক সাহেবের ফরাসী মদ—সে সব তো এখানে দুষ্প্রাপ্য। যাক্ একদিন, একরাত্তির তো—কেটে যাবে। দেখি ঘরের মধ্যে কে আছে—একটা দাসীও নেই—কি ব্যাপার!

[বিপরীত দিকে প্রস্থান]

প্রতাপ—[নেপথ্যে] কই? কোথায়? একজন দাসীও রাখনি—প্যারী-প্যারী—[প্রবেশ করেন তেজচন্দ, হাতে ফুলের মালা এবং একটী গহনার বাক্স, সঙ্গে পরাণচন্দ। তারও হাতে ফুলের গোছা। প্রবেশ করেই তেজচন্দের অলক্ষ্যে পত্রখানা কুড়িয়ে নিলে পরাণ]

তেজ—খুব খুসী হবে কি বল পরাণ? তোমার বহিনের দিল জয় করতে আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সেও কসরৎ করতে হ'চ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে যে এমন সুন্দর কণ্ঠহার পাওয়া যাবে এ আমি ভাবতেও পারিনি। নিশ্চয়ই পসন্দ হবে।

[নেপথ্যে শোনা যায়]

প্রতাপ—কই প্যারী—শুনছো-শুনছো-প্যারী-আমি এসেছি। আমি প্রতাপ। তোমার জন্যে—শোন—

[থমকে দাঁড়ান তেজচন্দ]

বাঃ সবুজ শাড়ীতে তোমাকে চমৎকার মানিয়েছে—

তেজ—পরাণ! প্রতাপের কণ্ঠস্বর না! প্রতাপ এখানে?

পরাণ—দাঁড়ান দেখি—[বাইরে গিয়ে ফিরে এসে]

পরাণ—ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—পাপিষ্ঠ।

তেজ—কি ব্যাপার পরাণ। প্রতাপ আমার মহলে।

পরাণ—[মাথা নত করে] আজ্ঞে হ্যাঁ—এই দেখুন—[জানালা দিয়ে দেখাল—জানালার পরদায় প্রতিফলিত হল—প্রতাপ পালঙ্কে নিদ্রিতা একটী মহিলার হস্ত ধরে আকর্ষণ করছে—মহিলাটী উঠে দাঁড়াতেই প্রতাপ হাত ছেড়ে দিয়েছেন। পরদায় ছায়া দেখা যায়]

তেজ—ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ। প্রতাপ এতদূরে নেমেছে? কোন জ্ঞানই তার নাই—[চিৎকার করে] প্রতাপ—প্রতাপ [তেজচন্দ্র ফুল ইত্যাদি সব ছুড়ে ফেলে দিলেন]

[প্রতাপ প্রবেশ করেন অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে টলতে টলতে]

তেজ—প্রতাপ, তুমি এত নীচ। তোর মুখদর্শনও পাপ। বংশের কুলাঙ্গার—তুষানলে দগ্ধ হ'লেও এর প্রায়শ্চিত্ত হয় না—মহাপাপী। আমার পুত্র চাই নে—আমার পুত্র নেই—আজ থেকে আমার পুত্র নেই [ভিতরের দিকে প্রস্থান]

পরাণ—লম্পট। পাপিষ্ঠ। [তেজচন্দকে অনুসরণ]

প্রতাপ—লম্পট। পাপিষ্ঠ। কুলাঙ্গার। [কিছুক্ষণ চিন্তা করে সম্বিৎ ফিরে পেলেন] পত্রখানা—পত্রখানা কোথায়? এই পত্রই প্রমাণ। [নিজের দেহে এবং পরে মাটীতে পত্রখানা খুঁজতে লাগলেন—না পেয়ে নিজের আঙ্গুল কামড়াতে লাগলেন]

প্রতাপ—উত্তম। প্রায়শ্চিত্তই করবো—তুষানলে দগ্ধ। না-না-তা পারব না—মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত—ঠিক আছে—ঠিক আছে।

[প্রস্থান]

১৪ বৎসর পর

১৮৩৫ খৃঃ। ১৪ বৎসর অতীত হ'য়ে গেছে। মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ বাহাদুর স্বর্গগত হয়েছেন।

বর্ধমান রাজ্যের রাজা এখন তেজচন্দের পোষ্যপুত্র এবং পরাণচন্দের পুত্র মহাতবচন্দ ; রাজ্য পরিচালনা করেন পরাণচন্দবাবু।

—পঞ্চম দৃশ্য—

[১৮৩৫ খৃঃ। বর্ধমানের গোলাপবাগের সামনের পথ—ভোরবেলা—একটা গাছের তলায় কম্বল বিছিয়ে বসে আছে এক সাধু—সুন্দর চেহারা—মুখে গোঁফ দাড়ি—পরণে গেরুয়া কাপড় চাদর—বেনিয়ান—মাথায় বড় চুল—পাশে একটা গেরুয়া কাপড়ে বাঁধা পুঁটলি। সাধু যেখানে বসে আছেন তার পাশে ঝাঁপ দেওয়া একটী মিষ্টান্নের দোকান—গোপী ময়রা প্রবেশ করে দোকান খুললে—ঝাঁপটা তুলছে—]

সাধু—গোপী ময়রা না! এ গোপী—গোপী [গোপী প্রথমে শুনতে পায়নি—দেখতেও পায়নি সাধুকে]

গোপী—কে গো ?

সাধু—আরে হামি—এ গোপী—

[গোপী সাধুকে দেখে তাকাল—কাছে এসে দেখল]

সাধু—গোপী, হামাকে চিনতে পারছ না ?

গোপী—না, সাধু বাবা আমায় ডাকচ ?

সাধু—হ্যাঁ—হামি ডাকছি—তুই তো গোপী ময়রা ? হামাকে চিনছিস্ না ?

গোপী—না সাধুবাবা—তোমাকে—আপনাকে চিনতে পারচি না—তবে বাবা সাধু তো—পেন্নাম হই [মাটিতে মাথা নামিয়ে প্রণাম]

সাধু—জিন্দা রহো—হামাকে চিনতে পারলি না গোপী। দে তোর মণ্ডা দে—

গোপী—[অবাক হ'ল আনন্দে] মণ্ডা !—মণ্ডা খাবে সাধুবাবা—তা এনে দিচ্ছি—কি আমার ভাগ্য। সকালেই সাধুবাবা নিজে চেয়ে আমার মণ্ডা খাবে—আনচি বাবা আনচি—[দোকানে গিয়ে হাত ধুয়ে একটী শালপাতায় মণ্ডা আর ঘটীতে করে জল নিয়ে এল]

গোপী—নাও সাধু বাবা—সেবা কর--সেবা কর—খুব ক্ষিদে পেয়েচে বুঝি ? সেবা কর বাবা—সেবা কর—

[মিষ্টির পাতা ও জলটা নামিয়ে হাত জোড় করে সামনে বসল। সাধু হাত ধুয়ে মণ্ডা শেষ করলেন]

গোপী—আর দোব সাধু বাবা ? আর দুটো দি—

সাধু—না। কিন্তু গোপী—তুই হামাকে চিনতে পারলি না ? হামাকে তুই আগে কত মণ্ডা খাইয়েছিস্—

গোপী—তা হবে সাধু বাবা—তুমি পূব্য জন্মের কথা বলচো—তা হবে—তোমরা সাধু মানুষ, সবই জানতে পার—

[গোপী খুশী হয়]

সাধু—হ্যাঁ—পূরব জনমই বটে—তোর ঠিক বাত আছে। হামি তো আবার নয়া জনম নিয়ে এলাম—চৌদা বরষ বাদ। বোল দেখি—চৌদা বরষ আগে তোদের বর্ধমানে কি ছিল ?

গোপী—সে সব কি বাবা অত মনে থাকে। আমি ময়রারপো অত কি জানি সাধুবাবা। তবে এই চৌদ্দ বছরে অনেক খদ্দের ধারে খেয়ে আর পয়সা মিটোয় নি—তাদের যদি একবার পাই—

সাধু—তাই নাকি ? কিন্তু হামি তো তোকে আজ পয়সা দিতে পারব না—

গোপী—[সলজ্জে] না—না—তোমাকে পয়সা দিতে হবে না।

তুমি খেলে তো পুণ্যি সাধু বাবা। তা সাধুবাবা—তোমার আস্তানা কোথায়?

সাধু—হামার আস্তানা—এহি হামার আস্তানা—রাজবাড়ী বরধোয়ান রাজবাড়ী—

গোপী—তা বটে সাধুবাবা—রাজবাড়ীই বটে। অনেক সাধু এখানে আসে—রাজবাড়ীতে সিধে পায়। তুমি চাইলে তুমিও পাবে—

সাধু—গোপী হামি সিধে নয়—হামি তো সব মাগবো—বিলকুল—

গোপী—[বোকার মতন হাসে] হাঃ—হাঃ—হাঃ। তা সাধু বাবা—আজ না হয় আমার সেবাই নিলে। সকাল বেলা যখন দোকান খুলতেই তোমার চরণ দর্শন করেচি এ বেলা আমিই তোমার সেবা নোব—হেঁই বাবা—

সাধু—গোপী, হামি তোর সেবা নিতে আসিনি—হামি এখন রাজবাড়ী যাবো। পরাণের সঙ্গে মুলাকাৎ করবো—কাউকে মিলছে না—একটা খবর পাঠাতে হবে।

গোপী—কোথায় খবর পাঠাবে?

সাধু—পরাণের কাছে—পরাণ—পরাণচন্দ—

গোপী—পরাণচাঁদ বাবু বুঝি তোমার শিষ্য?

সাধু—শিষ্য—হাঁ বহুৎ বড়া শিষ্য। তুই ওকে চিনিস্?

গোপী—বাবা—পরাণচাঁদ বাবুকে চিনব না। তাকে আবার বদ্ধমানে না চেনে কে? রাজার বাপ—তাকে চিনব না?

সাধু—রাজার বাপ্—কে রাজার বাপ্?

গোপী—কেন—পরাণচাঁদ বাবু। ছোটরাজা পেতাপচাঁদ মরে যাওয়ার পর ওর ব্যাটা চুনীলাল—মহাতবচাঁদ হয়ে রাজা হয়েচে না!

সাধু—পরতাপচন্দ মর গিয়া?

গোপী—হ্যাঁ গো—সে আজ বছর চোদ্দ আগেকার কথা—হঠাৎ ছোটরাজার অসুখ করতে—মর মর—তাকে অন্তর্জলি করবার

জন্যে কালনায় নিয়ে গেল—তিনদিন তিনরাত্তির সেখানে থাকার পর ছোটরাজাকে ভগবান টেনে নিলে। অমন নোক কি বেশীদিন থাকে। কি মানুষই ছিল—

সাধু—ভগবান টানে নি—সেদিন খুব ঝড়জল—সেই সময় সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে—ছোটরাজা পালিয়ে একদম দেশান্তর। কত সাধুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে—পাঞ্জাব লাহোর করে চৌদ্দ বছর পর আবার দেশে ফিরল।

গোপী—আহা সাধুবাবা—তাই যদি হোত—

সাধু—হোতো নয়—হইয়েছে—ছোটরাজা ফিরেছে।

গোপী—ফিরেছে—? ছোটরাজা ফিরেছে।

সাধু—হাঁ রে গোপী—

গোপী—কোথায় ? কার পেটে জন্মালো সাধুবাবা ?

সাধু—আরে—কারও পেটে নয়—তোর সামনে—

গোপী—আমার সামনে ! কই সাধুবাবা—কই ছোট রাজা ?

সাধু—আরে হামি।

গোপী—তুমি ! আপনি ! না সাধুবাবা—আমাকে ঠকিয়ো না। আমি বোকাসোকা ময়রার ছেলে—আমায় বাবা ভয় দেখিয়ো না—

সাধু—হ্যাঁরে—গোপী হামিই—ভাল করে দেখ।

[গোপী ভীত হয়ে ক পা পিছিয়ে এল]

গোপী—[চিৎকার করে] ওরে বাবা—ঠিক বটে—ছোট রাজা ভূত হয়ে ফিরে এয়েচে [হাত জোড় করে] হেঁইবাবা—আমার ঘাড় মট্‌কিয়ো না—আমি তোমাকে মণ্ডা দিয়েচি বাবা—হেঁই বাবা—তুমি যাও—তোমাকে বুঝি এরা গয়া দেয়নি। আমি এখুনি গিয়ে বলব বাবা—রাম—রাম—রাম—রাম—রাম—রাম

[জপ করতে লাগল ও ভয়ে কাঁপতে লাগল]

সাধু—কোন ভয় নাই গোপী—আমি ভূত নই—হামি পরতাপচন্দ আছি—হামি মরিনি—পালিয়ে গিয়েছিলাম—চৌদ্দ বছর পর ফিরে আসলাম। তুই রাজবাড়ীতে খবর দে—কোন ভয় নাই—

গোপী—ঠিক বলছ বাবা—তুমি ছোট রাজা!

সাধু—হ্যাঁরে ঠিক বলছি। মনে নেই একদিন তোর দোকানে এসে এক থালা মণ্ডা—সব তোর সামনে বসে খেয়েছিলাম—মনে পড়ছে?

গোপী—হ্যাঁ বাবা—পড়চে। [ভাল করে একবার দেখে] হ্যাঁ ছোটরাজাই বটেন। হুজুর মাপ করবেন—চিনতে পারিনি, বুড়ো হয়েচি তো—ভাগ্যিস ভূত হয়ে আসেন নি। যাই—আমি এক্ষুনি খবর দিচ্চি রাজবাড়ীতে—আগে তোমার পোষাকচি কুঞ্জকে খবর দি তারপর খবর দোব তারাচাঁদ বাবুকে। দোকান এখন আমার থাক্ [দু' একজন পথিক যাচ্ছিল] ওগো শোন—শোন—ছোট রাজা ফিরে এয়েচে ছোট রাজা ফিরে এয়েচে—

[চীৎকার করতে করতে প্রস্থান]

—ঃ ষষ্ঠ দৃশ্য ঃ—

বর্ধমান রাজপ্রাসাদের কক্ষ—বসন্তকুমারী সম্পূর্ণ সুসজ্জিতা। বয়স ২৫ বৎসর। স্বর্ণ পিঞ্জরে বা দাঁড়ে একটী পাখীকে আদর করছেন।

[ব্যস্তভাবে প্রবেশ করলেন মহতাবচন্দ—রাজ-পোষাকে সুসজ্জিত, মাথায় জড়ির টুপি। বয়স ১৫। ১৬ বৎসর]

মহতাব—বেবে—ভাবীজী—ছোটরাজা ফিরে এসেছে।

বসন্ত—কে এসেছে ?

মহতাব—ভাইজী ছোটরাজা। প্রতাপচন্দ—ফিরে এসেছে।

বসন্ত—ছোট রাজা প্রতাপচন্দ। কি ক্ষ্যাপার মতন কথা বলছিস্? তুই পাগল হয়েছিস্ নাকি ?

মহতাব—না—না—পাগল হইনি, সত্যিকথা। গোলাপ বাগের সামনে তিনি আছেন—এখন সাধু।

বসন্ত—সাধু !

মহতাব—হ্যাঁ সাধু। আমার সামনে তারাচাঁদ ভাইজী বাবুজীকে বললে,—বাবুজী সঙ্গে সঙ্গে পাইক বরকন্দাজ পাঠাল নিয়ে আসার জন্যে—

বসন্ত—সত্যি ছোটরাজা প্রতাপচন্দ ? তুই বলিস কিরে ? তা হলে তো লোকে ঠিকই বলতো—প্রতাপচন্দ মরেনি, পালিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে আছে। অজ্ঞাতবাস করে আছে।

মহতাব—আচ্ছা বেবে—ছোটরাজা পালিয়ে ছিলেন কেন ?

বসন্ত—সে আমরা কেউ জানি না। তবে আজতো প্রমাণ হ'ল তিনি মৃত নন! হে—মা সর্ব্বমঙ্গলা—চণ্ডিকাদেবী—কথা যেন সত্যি হয়—ছোটরাজা যেন ফিরে আসে—

মহতাব—আবার কথা সত্যি হবে কি—যেন ফিরে আসে কি—ফিরে এসেছে। বাবুজী অনেক লোক পাঠিয়েছে তাকে আনতে। শুনছি—বর্ধমানের অনেক লোক যাচ্ছে তাকে দেখতে—আমাদেরও গেলে হয় না ?

বসন্ত—যাবার দরকার কি ? তিনি তো আসছেন। দাঁড়া বৌ-রাণীদের খবর দি—এমন সুখবর—

মহতাব—তা বইকি ? খবর আনব আমি, আর তুমি বাহাদুরি নেবে ? সে হবে না। আমি আগে খবর দোব—[চিৎকার করে ডাকে] ভাবীজী—ভাবীজী—শীগ্‌গীর এস—সুখবর আছে।

বসন্ত—আঃ। কি ষাঁড়ের মতন চিৎকার করছিস্—ঐ ছাখ তোর ছোট ভাবী—বেবে আসছে—

[প্রবেশ করে আনন্দকুমারী, সাজসজ্জা কম—বয়স ৩০ মহতাব—আনন্দে এগিয়ে গিয়ে আনন্দ কুমারীর হাত ধরে]

মহতাব—বল বেবে—আমাকে কি পুরস্কার দেবে? খুব—খুব সুখবর দোব।

আনন্দ—যদি সত্যি সুখবর হয়—তুমি যা চাইবে তাই দোব ভাই, তুমি বর্ধমানের মহারাজা—তোমার আবার চাই কি?

মহতাব—ও সব কথা ছাড়—শোন, খবর শুনেছ কি? ভাইজী ছোট রাজা ফিরে এসেছে--

আনন্দ—কে ফিরে এসেছে?

বসন্ত—ছোট রাজা প্রতাপচন্দ—

আনন্দ—ছো—ট—রা—জা! কি বলছো তোমরা?

মহতাব—ঠিকই বলছি—ছোটরাজা ফিরে এসেছে সাধু হয়ে। বাবুজী আনতে লোক পাঠিয়েছে। কিছু ভাবনা নেই, এলো বলে, এখন তোমরা সাজগোজ কর নতুন করে।

আনন্দ—হ্যাঁরে সত্যি! পাগলটা কি বলছে?

বসন্ত—সত্যি! সত্যি! সার্থক তোমাদের চণ্ডিকা পূজা—মা সর্ব্বমঙ্গলা তোমাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছেন,—হারানো পতি ফিরে পেলে।

আনন্দ—কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না—যে মানুষ মরে গেল, সে কেমন করে জীবন নিয়ে ফিরে আসে!

[প্রবেশ করে গুলাবচাঁদ মেহেরা, বয়স ৫০/৫৫, পরনে পাজামা—পাঞ্জাবী টুপী, খুব বড় গোঁফ,—মুখে গাল পাট্টা]

গুলাব—নসিব আচ্ছা হোনেসে সবই ঠিক হোতা হ্যায় মাই। হামি লালা গুলাবচাঁদ মালহোত্রা—হাম্মারা স্বর্গৎ বাবুজী

দয়ানন্দজি মালহোত্রা—হামারা বদ—নশীব হোতে পারে না। হামরা দামাদই লৌটে হে—

বসন্ত—শিবের যোগনিদ্রা ভেঙ্গেছে—আর কি ?

মহতাব—ফুফাজী—বলুন আপনি বেবে তো আমার কথা বিশ্বাসই করছে না। কেমন এবার বিশ্বাস হ'ল তো।

আনন্দ—(চোখের জল মুছে) এ যে অসম্ভব ভাই। চোদ্দ বছর পরে কেমন করে বিশ্বাস হবে বল ?

বসন্ত—আমি আসছি— [প্রস্থান]

মহতাব—বেশ তো, এখনই তো আসছে। বাবুজী লোক পাঠিয়েছে নিয়ে আসবার জন্যে। কেঁদো না, অনেকদিন পরে ভাইজী—আসছে—কি মজাই না হবে।

গুলাব—মোজ্বা আউর কি হোবে ? হোবে তুম্‌হারা সর্বনাশ—

মহতাব—কেন ?

গুলাব—কেনো ? পরতাপচন্দ লৌটলে বর্দোয়ান মে ওহি তো রাজা—তুম্ তো আউর রাজা নহি রহেঙ্গে।

মহতাব—নাই বা হলাম—সে এলে আমি বাঁচি। রাজা হওয়া আমার পোষাচ্ছে না। সে রাজা হবে, আমি তখন ছোট রাজা হব—না কি বল বেবে ? কিন্তু কত সুবিধা হবে বল ? শুনেছি, সে খুব বড় শিকারী—কুস্তি করতে, তরোয়াল খেলতে, ঘোড়ায় চাপ্‌তে তার জুড়ী নেই, আমি তার কাছে সব শিখবো, আর রাজকার্যো তাকে সাহায্য করব।

[প্রবেশ করে পরাণচন্দ, বয়স বেড়ে গেছে। এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি]

পরাণ—এই যে এরই মধ্যে খবর অন্দরে পৌঁছে গেছে ?

মহতাব—হ্যাঁ বাবুজী, আমি এসেই খবর দিয়েছি।

[প্রবেশ করে বসন্ত কুমারী, হাতে সিন্দুরকৌটা—সঙ্গে

কমলকুমারী—বয়স আটচল্লিশের কাছে। এখন আর পোষাকের বাহুল্য নাই]

কমল—কি শুনছি ভাইজী ! প্রতাপ এসেছে !

পরাণ। হ্যাঁ—তাই বলছে ।

গুলাব—হ্যাঁ, হামারা দামাদ মহারাজ পরতাপচন্দ—

কমল—প্রতাপচন্দ ! আপনি কি আজ আফিং বেশী খেয়েছেন জিজাজী ?

গুলাব—হ্যাঁ—হ্যাঁ—পরতাপচন্দ—

মহতাব—হ্যাঁ মা—ছোটরাজা প্রতাপচন্দ।

বসন্ত—(আনন্দ কুমারীকে) এস বেবে, আর তোমার সিঁথী শূন্য ভাল লাগে না। ছোটরাজা ফিরেছে। তোমার কপালে এয়োতীর চিহ্ন এঁকে দেওয়ার পুণ্য আমিই অর্জন করি—

[আনন্দ কুমারী এগিয়ে আসবে সিন্দুর নেবার জন্য। বসন্ত কুমারী একটী সোনার কাঠি করে সিন্দূর তুলে দিতে যাবে আনন্দ কুমারীর কপালে]

পরাণ—বসন্তকুমারী ! কি বেয়াদবি করছ ! একটা জাল জোচ্চোর লোক নিজেকে প্রতাপচন্দ বলেছে বলেই, আমরা তাকে প্রতাপচন্দ বলে স্বীকার করে প্রাসাদে নিয়ে আসব ! আমাদের বউরাণীদের তার হাতে দোব ? ফেলে দাও সিন্দূর। আর বলে দিচ্ছি—ঐ জাল জোচ্চোর লোকটার প্রসঙ্গে কোন কথা যেন মহলের মধ্যে না হয়। তাকে বর্ধমানের সীমানার বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে আসবার জন্যে আমি লোক লস্কর পাঠিয়েছি। এমন বন্দোবস্ত করেছি যাতে সে আর কোনদিন বর্ধমানে এসে মানুষ ঠকাতে না পারে। এই কথাটাই তোমাদের বলতে এসেছিলাম। গুলাবচাঁদজী আমার সঙ্গে এসো।

[প্রস্থান ও পশ্চাতে গুলাবচাঁদ]

কমল—(হঠাৎ হাস্য করে) ওঃ—এ এক তামাসা বটে। নিষ্ঠুর তামাসা। [প্রস্থান]

আনন্দ—বসন্তকুমারী—[মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়ল বসন্ত কুমারীর বক্ষে, মহতাব ও ধরলেন]

—সপ্তম দৃশ্য—

[বর্ধমান কালেক্‌টর সাহেবের বাড়ী। কালেকটর ওগিল্‌বি বসে আছে। হাতে একটা গহনার বাক্স, সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্যারেলাল। প্যারেলাল মধ্যবয়সী ; ধুতি গলাবন্ধ কোট, গলায় একটা চাদর পাক দিয়ে পরা, মাথায় গোল টুপি, হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে—পাশে গুলাবচন্দ]

ওগিল্‌বি—মহারাণীকে বলিবেন—হামি বার্ডওয়ানে ঠাকিটে টাঁহার কোন ক্ষটি হইবে না। হামি মানুষ চিনে—ও শালা যে একনম্বর ডাকু বড্‌মাস্‌ আছে—এ হামি জানে।

প্যারেলাল—আপনি নো করেগা নাইতো কোন নো করেগা—ইয়োর অনার স্যার! ধরুন—আপনি সব জানেন—ইয়োর অনার ঠিক হোল্ড করেছেন। ব্রাদার-ইন-ল ভেরি ভেরি বদমাস আছে। ইয়োর অনার স্যার—উড়ে এসে জুড়ে বসতে চায় —ধরুন ফ্লাই কামিং জুড়ে সিটিং—বর্ধমানের কিং হ'তে চায় —ধরুন রাজা।

ওগিল্‌বি—টাজ্জব্‌ এ্যাফেয়ার! হাপনাদের বাংলা মুল্লুকে বহুট্‌ টাজ্জব ব্যাপার আছে—আই সি এ্যাণ্ড ওয়াণ্ডার, হামি ডেখি আওর অবাক হই।

প্যারেলাল—অবাক! ওনলি অবাক্‌। ইয়োর অনার স্যার, আমরা তো অজ্ঞান, ধরুন আনকনসাস। এই দেখুন না—ইয়োর

অনার স্যার—স্বর্গীয় মহারাজ—ধরুন হেভেন প্রতাপচন্দের শ্বশুর—ফাদার-ইন্-ল—দিস্ ওল্ড ম্যান, সেদিন শুনেই অজ্ঞান, আনকনসাস্।

ওগিল্‌বি—ইউ আর ফাদার-ইন-ল অফ্ লেট পরটাপচণ্ড? আই সি।

গুলাপ—(সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে নিজের গোঁফটা মুচড়ে নিলে) Yes, my name Lala Gulab Chand Malhotra, father heaven Lala Daya Chandji Malhotra, brother-in-law Paran Chandji Kapur, own daughter Queen Ananda Kumari ox brother Maharajadhiraj Tejchandji—আউর হিসাব চাহিয়ে? জীজাজী of Maharani Kamal Kumari—

ওগিল্‌বি—আই সি—দেন ইউ আর এ গ্রেট ম্যান্। হাপ্‌নি মহারাণীকে হামার সেলাম ডিবেন—Please eonvey my regards to Maharani of Burdowan.

প্যারেলাল—ইয়োর অনার স্যার—সে আমি দেবো—ছাট আই গিভ্। নেকলেস্ আপনার মনে ধরেছে তো—? ধরুন—আপকো মাইণ্ড হোল্ড করেছে! ইয়োর অনার স্যার—মহারাণী আস্ক—ধরুন জিজ্ঞাসা করলে কি বলবো? হোয়াট সে?

[ওগিল্‌বি গহনার বাক্স খুলে নেকলেস্‌টা ভাল করে দেখে খুব খুসী হ'য়ে]

ওগিল্‌বি—ভেরি নাইস্—ভেরি নাইস্—বহুট উট্যম্ আছে। হামি বহুট খুসী আছে। বাট আই হার্ড—ইয়োর মহারাজা টেজচণ্ড প্রেজেণ্টেড্ হানড্রেড গোল্ড মোহরস্ টু লর্ড বেণ্টিঙ্ক—

প্যারেলাল—ইয়েস্—ইয়েস্ একশো কি হাজার ধরুন। হানড্রেড কি থাউজেণ্ড মোহর ইয়োর অনার স্যার—গেট ধরুন কাজ

শেষ হ'লে—ওয়ার্ক ফিনিশ্। ওয়ান ওয়ার্ড মোর স্যার—ধরুন আর একটা কথা—বলুন—টেল—গুলাবচন্দ বাবু। আপনার দামাদ বাবা জীবনের অতীত কীর্তিকথা।

গুলাব—(গোঁফ চুমড়ে) I Panjabi—Lala Gulab Chand Malhotra—father heaven—Daya Chandji Malhotra Panjabi—আউর son-in-law পাক্কা বাংগালী ডাকু ? রাজাকো লেড়কা রাজাকো মাফিক্ হোনা চাহিয়ে—। ইস্‌কো kill—উসকো kill—collector 'কোভি kill.

ওগিলবি—কালেকটর কিলড্ !

প্যারেলাল—ইয়োর অনার স্যার—আপনার মাইণ্ডে আছে কিনা জানি না। ধরুন অনারেবল স্যার সি টি ট্রাওয়ার—তখন বর্ধমানের কালেকটর ছিলেন—আমাদের মা-বাপ, ধরুন—আওয়ার ফাদার-মাদার। প্রতাপচন্দ কিল হিম—

ওগিল্‌বি। ও ইয়েস্, ইয়েস্,—আই রিমেমবার। মিঃ ট্রাওয়ার ইজ্ মাই ব্রাদার-ইন্-ল। আই হার্ড ছাট্ ইন্‌সিডেণ্ট—পরটাপচণ্ড টাহাকে চাবুক মারিয়াছিল—ইয়েস, ইয়েস—আই রিমেম-বার। ইজ দিস্ ফেলো ছাট ব্লাডি পরটাপচণ্ড। এই শালা ডাকু আছে।

প্যারেলাল—নো—নো—ইয়োর অনার স্যার, এ সে প্রতাপচন্দ নয় দিস্ নট ছাট-এতো সে নয়ই। কিন্তু ধরুন, সেও খুব খারাপ ছিল, আর এর তো কথাই নেই—নো ওয়ার্ড। এ আরও ব্যাড—খারাপ—ইয়োর অনার স্যার ভেরী ব্যাড্-ভেরি ব্যাড্। ঈফ্ হি সিট-বর্ধমানের সিংহাসনে এই ব্যাটা যদি বসে-আপনাদের খুব বিপদ—ধরুন—ডেনজার।

গুলাব—Trower সাহেবকে চাবুক সে kill, আপকো ভি গলা কাট্‌নে শক্‌তা হ্যায়—your neck cut, হামি মহারাণী

আনন্দ কুমারী কো বাবুজী আছে—I own father Maharani Ananda Kumari.

ওগিল্‌বি—হাপনি গোলাপবাবু ঠিক বলিয়াছেন—পরটাপচণ্ড আবার রাজা হইলে শালা হামার গলা কাটিবে। ও শালা হামাডের এক নম্বর ডুশমন আছে। মাই ওয়ার্ড অফ্ অনার হাপনারা নিশ্চিণ্ট ঠাকিবেন। মহারানীকে বলিবেন-কোই ভাবনা নেহি—এ্যাজ লং এ্যাজ জেমস্ ওয়াকার ওগিল্‌বি বারডওয়ানের কলেক্‌টর—হামি যটোডিন কালেকটর ঠাকিবে-কোনো শালাকে পরটাপচণ্ড হইটে ডিবে না। হামি ব্যাঙ্কুরায় পোলিটিক্যাল এজেন্ট ক্যাপটেন উইল্‌কিন্‌সন্ এ্যাণ্ড, এ্যাসিস্‌টেন্ট্ ক্যাপটেন হ্যালিংটন্ সাহেব কো নোট পাঠাইব। কালেক্‌টর এলিয়েট সাহেব কো লিখিবে—যাহাটে ঐ শালাকে জেলে ভরিয়া ডেয়। হাপনারা নিশ্চিণ্ট ঠাকিবেন। (গহনার বাক্স সঙ্গে করে ভিতরে যায়চ)

প্যারেলাল—সে আমরা জানি-ইয়োর অনার স্যার। ধরুন-ইউ আওয়ার ফাদার মাদার অল্। ইউ কিপ হ্যাজ, ইউ কিল ডাই—ধরুন-আপনি রাখলে বাঁচবো-মারলে মরবো—না কি গুলাবচন্দবাবু? আজ তাহলে কাম—আসি। এস, এস রোজ বাবু। গুড করে নমস্কার কর—যেন কার্য্যসিদ্ধ হয়—ধরুন—ওয়ার্ক বয়েল হয়—নমস্কার নমস্কার।

[উভয়ে এক মুখ হেসে নমস্কার করলে, ওগিলবি গহনার বাক্স খুলে আর একবার নেকলেস্‌টা খুসী মনে দেখে শিষ দিতে দিতে ভিতরে গেল]

ওগিলবি—ডার্লিং—ডার্লিং।

—অষ্টম দৃশ্য—

[বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্র মোহনের বাড়ী—প্রবেশ করলেন ক্ষেত্র মোহন সঙ্গে সাধু]

সাধু—মরে গিয়ে আবার ফিরে এসেছি—চৌদ্দ বছর পরে। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না ?

ক্ষেত্র—(থতমত খেয়ে) হ্যাঁ, বিশ্বাস হচ্ছে, চেহারার অনেক বদল হয়ে গেছে। বাঙ্গালী থেকে পাঞ্জাবী সাধু।

সাধু—হ্যাঁ। সাধু নয়, তবে সাধুর মতন। মনে আছে—বর্ধমানে একদিন নাচ গানের কথা। একরাত্রিতে তিন আদমীর গান—কমলাকান্ত, দেওয়ান রঘুনাথ আর সবশেষে বাইজী রঙ্গিনী বাঈ। তুমি বললে বুড়া দেওয়ানজীকো গান আচ্ছা আছে। আউর একরোজ তোমার সঙ্গে শিকারে গিয়ে দামোদরের কিনারে ছোট্তে ছোট্তে একদম কস্‌বা পৌঁছে গেল। মালুম হচ্ছে ভাই সেদিনের কথা।

ক্ষেত্র—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ছে। হ্যাঁ তুমি ছোট রাজাই বটে। [আলিঙ্গন করলেন সন্ন্যাসীকে] ওঃ কতদিন দেখিনি, দাড়ির জন্যে গালের খাঁজ দেখতে পাইনি—একটু মোটা হয়েছ।

সাধু—এখন বিশ্বাস হল তো আমি প্রতাপচন্দ ?

ক্ষেত্র—নিশ্চয়ই বিশ্বাস হল, কিছু মনে করো না। তারপর ব্যাপার কি বলতো ? কি ভাবে এখানে এলে ? কোথায় ছিলে এতদিন ?

সাধু—সব কথা পরে শুনো, সব থেকে যা জরুরী তাই আগে শোনো। আমি কয় রোজই বর্ধমানে এসেছি। পরাণচন্দ বর্ধমানের কালেকটারকে বোলে আমার পিছনে দো পাঁচশো লাঠিয়াল লাগিয়ে আমাকে একদম বর্ধমান জিলার বাইরে তাড়িয়ে দিল। বর্ধমানে আমি কারোর সাথে মুলাকাৎ

করতে পারলাম না। আমার লোক যারা ছিল সোব্ তো খতম্। যে লোক আমাকে চিনলো সেও মার খেলো। আমি হাঁটতে হাঁটতে এতদূর চলে এলাম।

ক্ষেত্র—বলছ কি ? তুমি বর্ধমান থেকে হেঁটে হেঁটে বিষ্ণুপুর এলে ? ওখানে তুমি আশ্রয় পেলে না ?

সাধু—আরে ভাই ক্যায়সে মিলেগা ! আমাকে তো কোথাও যেতে দিল না। লোক আর লাঠি দিয়ে কুকুরের মতন আমাকে তাড়া করলে।

ক্ষেত্র—ছিঃ ছিঃ—মদন মোহন তোমাকে এত দুঃখও দিচ্ছেন। কিন্তু কেন ? কারা এর পিছনে ?

সাধু—বুঝতে পারছ না—পরানচন্দ ! ওর লেড়কা মহতাবচন্দ এখন বর্ধমানের রাজা না ? আমাকে না তাড়ালে ওর যে সর্ব্বনাশ। আমি অনেক ভেবে তোমার কাছে এলাম।

ক্ষেত্র—বলকি ? পরানচন্দ এতদূর করতে পারলে ? ঠিক আছে তুমি খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম কর। তারপর আমরা যুক্তি করব কি করা যায়। দেখি পরানচন্দ কতদূর যায়। আমরাও ছেড়ে কথা বলব না। আমার সর্ব্বস্ব দিয়েও তোমাকে আমি সাহায্য করবো—কথা দিলাম—প্রতাপচন্দকে বর্ধমানের সিংহাসনে বসাবই। পরাণচন্দকেই ফিরে যেতে হবে পাঞ্জাবে। এস-এস বাড়ীর ভেতরে এস।

[জোর করে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেল]

—নবম দৃশ্য—

[বর্ধমান রাজ প্রাসাদ—বসে আছেন কমলকুমারী, সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্যারেলাল—একপাশে গুলাবচন্দ]

কমল—প্যারেলাল—তুমি খুব কাজের লোক—

প্যারে—আজ্ঞে মহারাণী, সবই আপনার বুদ্ধি। আমি শুধু কাজে লাগাচ্ছি। যেখানে যে রকম সেখানে সে রকম। ধরুন কোথাও অনর্গল ইংরিজি বলতে হয়, কোথাও হিন্দি, ধরুন আবার কোথাও বাংলা ; যে কড়ায়ে যেমন তরকারী ধরুন সেখানে তেমনি মশলা। আজ্ঞে প্রমান করিয়ে ছেড়েছি আসামী আলোক শা।

কমল—আলোক শা ! আলোক শা টা কে ?

প্যারে—আজ্ঞে মহারাণী ফেরারী আসামী। ধরুন মানভূমে সাঁওতাল নিয়ে একটা গোলমাল চলছিল, সেই গোলমালের নেতা ছিল আলোক শা। ওগিলবির পত্র নিয়ে বাঁকড়োর কালেক্‌টারের সঙ্গে দেখা করতেই দিলে বাছাধনকে বাঁকড়োর গারদে পুরে নেতা আলোক শা করে।

কমল—তারপর ? তারপর ?

গুলাব—তারপর আউর কি ? হামি লালা গুলাবচন্দ মালহোত্রা, হামারা বাবুজী স্বর্গত দয়ানন্দজী মালহোত্রা, ইয়ে শালা গুণ্ডা হামার দামাদ হোতে চায় ? হ্যাঁ, আরে দরশন্ ভালী তো হোবে, রাজপুত্রকা মাফিক স্বরত হোবে, ছুটো আচ্ছা বাৎচিৎ করণে শকতা, তবতো উসকা লিয়ে হামারা দিল্ তড়পাতা—

কমল—সে কি ! যে আসলে প্রতাপচন্দ নয়, তেমন মানুষ হলেও তুমি দামাদ বলতে জিজ্ঞাজী ?

গুলাব—আরে লেড়কী তো বহুত রোজ সে বেওয়া বনকে রহাতি হ্যায়—আউর আসলি দামাদ লোটনেসে—ম্যায় পয়ছানেগা নহি ?

কমল—সে তো আসেনি—যদি আসতো—

গুলাব—হ্যাঁ, জরুর যদি লৌটতো—

কমল—এখন লোকটা কোথায় আছে ?

প্যারে—আজ্ঞে ধরুন হুগলীর গারদে—

কমল—এই নাও প্যারেলাল—আমার এই বহুমূল্য হীরের আংটী তোমাকে দিলাম।

[হাতের আংটী খুলে প্যারেলালের হাতে দিল—প্যারেলাল গদগদ হয়ে গ্রহণ করে মাথা নামিয়ে নমস্কার করে প্রস্থান করলে]

কমল—তুমি একবার ছোট বৌরাণীর সঙ্গে দেখা করে যাবে জিজাজী ?

গুলাব—হ্যাঁ—তা—

কমল—আচ্ছা, তুমি এই খানেই অপেক্ষা কর আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[ভিতরের দিকে প্রস্থান, হাতে চাবুক নিয়ে এধারে ওধারে মারতে মারতে প্রবেশ করেন মহতাবচন্দ, কোমরে তলোয়ার]

মহতাব—হাটো, হাটো [চাবুক লাগতো গুলাবচন্দের গায়ে, গুলাবচন্দ সরে গেল পাশে]

গুলাব—আরে মহারাজ, খুদই আয়া। [মহতাবকে] এয়সা বন্দবস্ত কর দিয়া—যে উও শালে ইধার আনে নেই শকেগা। বে—ফিকর রহো মহারাজ, নাকমে কড়ুয়া তেল ডাল কর নিদ্ যাও।

মহতাব—কিন্তু নিদ যে আমার আসছে না। আপনি সেই সাধুকে দেখেছেন ? তার সঙ্গে কথা বলেছেন ?

গুলাব—আরে—হামি লালাগুলাবচন্দ মালহোত্রা—হাম উসকো সাথ বাত্ বোলেগা ? শালা—আলোগ শা।

মহতাব—আপনি একবারও তাকে দেখেন নি ?

গুলাব—নহি।

মহতাব—সে কি? আজ প্রায় একবছর তার পিছনে ঘুরছেন—বর্ধমান—বাঁকড়ো—হুগলী, একবারও তাকে চোখে দেখলেন না—অথচ তাকে তাড়াবার জন্যে এত চেষ্টা করলেন!

গুলাব—[চারিদিক তাকিয়ে—চাপাস্বরে] তুমকো সচ্ বাতাতা হ্যায়। হামতো উস্‌কো দেখনে মাংতা—লেকিন ইয়ে শালে প্যারেলাল মুঝকো উস্‌কা পাশ পৌছনে নহি দিয়া। দিনরাত মেরা খবরদারি আর মেরা উপর চৌকিদারী কর কর—মেরা মতলব পুরা হোনে নহি দিয়া। আরে তুমতো মহারাজ, তুমারা পাশ ঝুটা নহি বাতায়েঙ্গে—হামি লালাগুলাবচন্দ আর কোন লৌণ্ডা মেরা দামাদ পরতাপচন্দ হোনে মাংহে—উসিকা সুরত মুঝকো দেখনে ভি নহি দিয়া।

মহতাব—এটা কিন্তু আপনার অন্যায় হয়েছে ফুফাজী। একবার তো মানুষটাকে দেখুন। শুনেছি ইয়া গোঁফ, ইয়া বুকের ছাতি, প্রতাপচাঁদ হ'তেও তো পারে—

গুলাব—জরুর হো শক্‌তা। সচমুছ—ইয়ে তো মুঝে সোঁচা নহি—সচ্‌মুছ মেরা দামাদ হোতা তো—[প্রবেশ করলেন আনন্দকুমারী—সাজসজ্জা বেশী নয়—বয়স ৩০ বৎসরের উপর]।

আনন্দ—আমি কতবার তোমাকে বলেছি বাবুজী, একবার তাকে দেখ। তুমি শুধু ওদের জন্যে—একবার আমার কথা ভাবলে না। আমি যে তোমার মেয়ে—একথা একবারও তোমার মনে হয় না?

গুলাব—হরবখত্‌ই মালুম হ্যায় রে বটী—লেকিন মেরা হাত আওর পাঁয়ের মে জিঞ্জির—

মহতাব—(আনন্দকুমারীকে) সত্যই তোমার অদৃষ্ট খারাপ, জীবনে কোন সুখই তুমি পেলে না। —

আনন্দ—কি করে পাব—যখন আমার পুতুল খেলার বয়স—সেই সময়ে আমার বিয়ে দিয়েছে—রাজার শ্বশুর হবে বলে। ভূয়ার সেকি আগ্রহ—আমাকে এ বাড়ীতে আনার। কিন্তু তারপর—আর ভূয়া ফিরেও তাকায় না।

গুলাব—ঠিক হ্যায়। আজ ম্যয় খুদ্ যায়গা উও সাধুকে দর্শন করেঙ্গে—

মহতাব—আমার একটা অনুরোধ, এবার যখন যাবেন আমাকেও চুপি চুপি খবর দেবেন—আমি একবার সাধুকে দেখবো। ছোট বেলায় দেখেছি, আবছা আবছা চেহারাটা মনে আছে।

আনন্দ—তুমি যাবে? তুমি য বে মহতাবচন্দ! তুমি তাকে দেখতে যাবে?

মহতাব—নিশ্চই যাবো। আমার তো বরাবরই ইচ্ছা। যদি তিনি সত্যই প্রতাপচন্দ হন আসুন না ফিরে—হলেন বা রাজা—আমি যদি তাঁর ছোট ভাই এর মতন থাকি নিশ্চয়ই তিনি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবেন না।

আনন্দ—[মহতাবের হাত ধরে] আমি তোমাকে এতদিন ভুল বুঝেছি। ভেবেছিলাম তুমি তোমার বাবুজীর মত, তোমার ভূয়ার মত, কিন্তু এখন দেখছি [অন্তরালে দাঁড়িয়ে শুন-ছিলেন কমলকুমারী—প্রবেশ করলেন]

কমল—মহতাবচন্দ—তুমি না বর্ধমানের মহারাজা। বিশাল এই বর্ধমান রাজ্য তোমাকে ভবিষ্যতে শাসন করতে হবে। এই সামান্য নারীর চোখের জলে গলে গেলে রাজ্যশাসন করা যায় না। আর গুলাবচন্দজী—আপনি জিজাবাবুই হোন—আর যেই হোন্—বর্ধমান রাজ্যের অমঙ্গল চিন্তা করলে আবার কন্যা সহ পঞ্জাবে ফিরে যেতে হবে।

গুলাব—নহি, নহি—মুঝে তো কুছ নহি বোলা—বোল্তা রহা হুঁ ময়নে নেহি দেখা উসকো সুরত। ম্যায় চল যাতা হুঁ—ম্যয় যাতা— [দ্রুত প্রস্থান]

কমল—আনন্দকুমারী একটা কথা মনে রেখো, বউরাণী বলে এ প্রাসাদে থেকে যে সম্মান পাচ্ছ—সে এই আমার জন্যই। যেদিন আমি ইচ্ছা করব—সেইদিনই অন্ন উঠবে। যেমন আছ—তেমনি থাক—সুখে থাকবে। যাও—

[মাথা নত করে চলে গেল আনন্দকুমারী]

কমল—মহতাবচন্দ! বর্ধমান রাজ সিংহাসনে তোমাকে বসিয়েছি আমি। না হ'লে কোথায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে—না হয় রাজ সরকারের একটা সামান্য তঙ্কার চাকরী করতে। এখনও বর্ধমান রাজ সিংহাসন আমার মুঠোর মধ্যে। তুমি সেই সিংহাসনের অধিকারী, আমারই করুণায় তুমি বর্ধমানের মহারাজা মহতাবচন্দ, তা—না হলে তুমি পরাণচন্দের ছেলে চুনীলালই থাকতে।

[প্রস্থান—অন্যদিকে মহতাবচন্দের ধীরে ধীরে প্রস্থান]

—দশম দৃশ্য—

[কলিকাতা রাধাকৃষ্ণ বসাকের বাড়ী—সুসজ্জিত কক্ষ। বসে আছেন ক্ষেত্র মোহন এবং সন্ন্যাসী]

ক্ষেত্র—এই দেখ, বর্ধমানে গিয়ে থাকার সময় তোমার যাতে কোন বিপদ না হয়, জীবন হানি না হয় তারজন্য গভর্ণমেন্টের কাছে পুলিশের সাহায্য চাওয়া হয়েছিল, তার উত্তরে এই পত্র

[একটী পত্র সন্ন্যাসীর হাতে দিল]

সন্ন্যাসী—"দি প্রেয়ার অফ্ দিস্ পিটিশন্ ক্যান নট বি কমপ্লায়েড উইথ"—ফ্রেডরিক জ্যাম হ্যালিডে, অফিসিয়েটিং সেক্রেটারী টু দি গভর্ণমেণ্ট অফ বেঙ্গল। ঠিক আছে, আমরা বর্ধমান যাবো না-আমরা কালনা দিয়ে যাবো।

ক্ষেত্র—কালনা থেকে তুমি নিরুদ্দেশ হয়েছ, কালনা দিয়ে তুমি প্রবেশ কর। ভালকথা, কিন্তু আমাব মতে একেবারে রাজার মতনটী হয়ে যেতে হবে। লোক লস্কর, পাইক-বরকন্দাজ সবটা একেবারে রাজার মতন, এমন কি সাজ সরঞ্জামটী শুদ্ধ। খরচের জন্য ভাবনা নেই। রাধাকৃষ্ণ বসাক তো বলেই দিয়েছেন টাকার জন্যে ভাবনা নেই। যত টাকা লাগে, তিনি দেবেন।

সন্ন্যাসী—ঠিক আছে-তাই হবে। তোমাদের যখন ইচ্ছে, বসাক মশায়ের কোন ত্রুটী নেই। তাঁর বাড়ীতে আছি, তিনি বা তোমরা যা বলবে তাই হবে। এখান থেকে তিন চার খানা বজরা করে আমরা কালনা যাবো। একবারে রাজার হালে। দেখি ব্যাটা পরানচন্দ কি বলে—[প্রবেশ করেন রাধাকৃষ্ণ বসাকের সঙ্গে ডেভিড হেয়ার]

রাধা—এই দেখ ছোট রাজা কাকে এনেছি।

সন্ন্যাসী—আসুন, আসুন, হেয়ার সাহেব। নমস্কার, নমস্কার।

হেয়ার—নমস্কার, [সাধুকে চিনতে পারলেন না] নমস্কার।

সন্ন্যাসী—বসুন, বসুন—প্লিজ টেক্ ইয়োর সিট্।

হেয়ার—[একটী চেয়ার টেনে বসলেন, কিন্তু তখনও চিনতে পারছেন না, অবাক হয়ে দেখছেন সাধুকে]

রাধা—আপনি এখনও চিনতে পারেন নি, ছোট রাজাকে। বর্ধমানের ছোট রাজা প্রতাপচন্দ।

হেয়ার—[বিস্ময়ে] প্রতাপচন্দ! ইজ ইট্! বর্ধমানের ছোট রাজা প্রতাপচন্দ! শুনেছি তিনি—

রাধা—মারা গেছেন—এতো আমরাও জানতাম। তবে মরাটা যে সত্যি নয় তাও শুনেছিলাম—পালানোটাই সত্যি। তখন পালানো কথাটা বিশ্বাস করিনি। আর আপনাকে ভাবতে হবে না। আমাদের ছোট রাজা প্রতাপচন্দই বটেন।

সন্ন্যাসী—বিশ্বাস হচ্ছে না-না সাহেব? আচ্ছা আপনার মনে আছে তো—আপনার কাছে আমি একটা দূরবীন কিনেছিলাম, প্রায় চল্লিশ ইঞ্চি লম্বা। সেটা কেমন করে দেখতে হয়, তারজন্যে আমি অনেকবার আপনার কাছে এসেছি। প্রথম আপনাকে দেখি কলকাতায় দেওয়ান রামমোহন রায়ের বাড়ীতে। আপনার হাতে একটা বন্দুকের মতো বাক্স ছিল, আর একটা খাঁচায় ছুটো পাখী নিয়ে গিয়েছিলেন—মনে পড়ছে?

হেয়ার—[বিস্ময়ে] হ্যাঁ-হ্যাঁ-সে তো আঠারোশো সতের আঠারো সালের কথা। আপনি দূরবীন নিয়ে বর্ধমানে আপনার নূতন প্রাসাদে বসাবেন বললেন—হ্যাঁ ইয়েস-রাইট্ ইউ আর-আই ক্যান রিমেমবার।

সন্ন্যাসী—তারপরেও আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে পাণিহাটীতে।

হেয়ার—জমিদার বাবুর বাড়ীতে—ইয়েস্, ইয়েস্—

[হেয়ার সাহেব লাফিয়ে উঠে সন্ন্যাসীকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর মুখ চোখ দেখতে লাগলেন]

ডেভিড—ইয়েস্—হ্যাট ওল্ড স্পট্ অন দি লেফট চিক—ষ্টিল একজিষ্টস্। মুখে সেই গর্ত্ত, গুড জোভ। আফটার এ লং পিরিয়ড। অনেক দিন পর দেখা হ'ল।

[ক্ষেত্র মোহনকে দেখিয়ে] ইনি?

সন্ন্যাসী—ইনি বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্র মোহন সিংহ।

হেয়ার—রাজা অফ্ বিষ্ণুপুর—যাঁদের মদন মোহন ঠাকুর বিখ্যাত?

ক্ষেত্র—ঠিক ধরেছেন সাহেব। তবে মদন মোহন আর আমাদের নেই সাহেব, তিনি তো আমাদের ছেড়ে দিয়ে এখন কলকাতায় বাগবাজার আলো করে আছেন। আমাদের বিষ্ণুপুর অন্ধকার।

রাধা—তা ঠিক্—মদন মোহনও এসেছেন আর বিষ্ণুপুরও আঁধার। চলুন হেয়ার সাহেব, ভেতরে চলুন। ভেতরে বসেই কথা হবে।

[সকলে উঠলেন]

হেয়ার—অল রাইট—লেট্ আস্ গো ইনসাইড—সোয়া ডিজ্বাঞ্জ (Soi disant) আই হ্যাভ হার্ড এ্যাবাউট রাজা প্রতাপচন্দ। জাল রাজা প্রতাপচন্দের কথা আমি শুনেছি—

[বলতে বলতে ভিতরে গেলেন]

—একাদশ দৃশ্য—

[বর্ধমান রাজপ্রাসাদ কক্ষ। মহারাণী বসন্ত কুমারী গান গাইছেন। প্রবেশ করলেন মহতাবচন্দ]

[বসন্ত কুমারীর গান]

সযতনে গাঁথা মালাখানি মোর
আজিকে শুকায়ে যায়।
হৃদয় আমার যাবেকি হারায়ে
বেদনার সাহারায়॥
কুঁড়ি হয়ে আমি যাব কি ঝরিয়া,
অঙ্কুরে প্রাণ যাবে কি মরিয়া,
নিরাশ আঁধারে যাপিব কি মোর
এ জীবন হতাশায়॥

মহতাব—বেবে, শুনছি কালনায় সেই সাধু আসবেন। তাঁকে আমার দেখতে খুব ইচ্ছা ; কিন্তু কিছুতেই কারও মত করাতে পারছি না।

বসন্ত—আমারও খুব ইচ্ছা হয় একবার সাধুকে দেখার, কিন্তু উপায় কি ?

[প্রবেশ করেন আনন্দকুমারী]

আনন্দ—আর আমার কথা একবার তোমরা ভাব না। পারনা ভাই একবার আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে? যদি তিনি নিশ্চয়ই ছোট রাজা হন—আমি নিশ্চয়ই তাঁকে চিনতে পারবো। আর যদি তিনি না হন, আমি নিজে জজ সাহেবকে বলে তাঁর জেলের ব্যবস্থা করবো।

বসন্ত—তাঁকে দেখলে তুমি চিনতে পারবে?

আনন্দ—তা পারব না? স্বামীকে চিনতে পারব না। যতদিনই তাঁকে না দেখি ভাই—স্বামীর রূপ রয়েছে আমার অন্তরে আঁকা। সে মূর্ত্তি, সে ছবি কোথায় হারাবে বল? একটা কথায় তাঁকে চিনে নেব।

মহতাব—কিন্তু কি করব বলতো বেবে? আমি এত বড় হয়েছি। আমি বর্ধমানের রাজা—সব বুঝতে পারছি—তবু কিছুই করবার ক্ষমতা নেই—এমনি দুর্ব্বল আমি। তাইতো মনে হয়—এক এক সময়, এই সব বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত বিহঙ্গের মত নীল আকাশে উড়ে যাই। সামান্য পাখী—সামান্য পিঁপড়ে—সেও স্বাধীন—তারও মতামত আছে—নেই শুধু বিরাট সম্পদের অধিকারী, অসীম ক্ষমতার অধিকারী বর্ধমান রাজ মহতাবচন্দের।

(পরাণচন্দের প্রবেশ)

পরাণ—বর্ধমানরাজ মহতাবচন্দের ক্ষমতাও অনেক—কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহার যাতে না হয় তার খবরদারীর জন্যই আমরা। কোম্পানী যে আমাকে এবং মহারাণী কমলকুমারীকে তোমার অভিভাবক নিযুক্ত করেছেন সেইটুকু দেখবার জন্যই। বর্ধমান রাজ্যের কি ভাল হবে, কি মন্দ হবে সে দেখবার মত দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের আছে—আর আমাদের ওপর আছে কোম্পানীর অফিসাররা। যাও নিজের কাজ করগে।

তোমার ভূয়া মাকে একবার খবর দাও—এসেছি অত্যন্ত জরুরী একটা কাজে। এখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।

[মহতাবচন্দ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিরক্ত হয়ে চ'লে গেলেন]

পরাণ—তোমাদেব দুজনকেই বলেছি—আমাব ছেলেকে দলে নিয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন কাজ কবলে তোমাদের নিস্তার নেই। যদি অবাধ্য হও, তোমাদের কিভাবে বাধ্য কবতে হয় সে দাওয়াই আমাব জানা আছে। যদি ভালভাবে এখানে থাকতে পার, বাণীব মতন সম্মান দিয়ে রাখবো নাহলে এঁটো পাতার মতন বাস্তায় ফেলে দোব। যাও ভবিষ্যতে যেন আর কখনও মহতাবচন্দকে নিয়ে ক্ষেপতে না দেখি—

[প্রবেশ করেন কমলকুমারী। বসন্তকুমাবী আব আনন্দকুমারী বার হয়ে যান]

কমল—কি হ'ল কি ভাইজী? ওরা—

পরাণ—ওরা ক্রমে দুর্বিনীত হ'য়ে উঠছে। মহতাবচন্দকে নিয়ে ওরা আমাদের বিরুদ্ধে কিছু একটা করতে চায়। তোমাকে কতবার বলেছি—ওদের চোখে চোখে রাখবে—

কমল—কতদিকে চোখ রাখি বল? চোখতো দুটো—নজর দিতে দিতে চোখ অন্ধ হ'তে চলেছে। জরুরী তলব কেন?

পরাণ—শোন, রাজকোষ তো একবারে শূন্য। সাহেব কিনতে কিনতেই সব টাকা ফুরিয়ে গেল। সরকারী খাজনা বাকী পড়েছে। জমীদারী নিলামে ওঠবার উপক্রম; জানি না মদনমোহন জীউ কি করবেন। যাই হোক্ গভর্নমেণ্ট থেকে দুজন অফিসার আসছে—কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের জন্য অনুসন্ধান করতে—কেন খাজনা দেওয়া হয়নি।

কমল—আমাদের খাজনা বাকী পড়েছে?

পরাণ—পড়বে না? তোমার এই প্রতাপচন্দকে ঠেকাতে লক্ষ লক্ষ টাকা চলে যাচ্ছে। কতগুলো সাহেব কিনতে হলো বল।

কমল—বহু টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে—না ?

পরাণ—হবে না ? বর্ধমানের কালেক্‌টার, বাঁকড়োর কালেকটার, হুগলীর কালেকটার, তারপর জজ, পাদরি, কোম্পানীর কলকাতার অফিসার—এইসব সাহেবগুলো সবই তো দামী। তাদের কিনতে বহু টাকা লাগছে। যখন যা হ'চ্ছে, সবই তো তোমাকে জানাচ্ছি।

কমল—হ্যাঁ—তা জানাচ্ছ ঠিক কথা। তা হ'লে এখন উপায় ?

পরাণ—হাল ফিল্‌ তো লাখ খানেক টাকা যেমন করে হোক সংগ্রহ করে রাখতেই হবে। শুনছি—কালনায় ওরা নামবে—এটাতো যেমন করে হোক্‌ রুখতেই হবে। অথচ এক কপর্দ্দকও নেই—

কমল—এতদূরে নেমে আরতো পিছনো যায় না। যদি যেমন করেই হোক রক্ষা করতেই হবে ভাইজী। আমি প্রতাপের অধীনে কিছুতেই থাকতে পারব না। ওকে রুখতেই হবে।

পরাণ—তুমি। আমিই পারব না কি ? এখন ভাবছি কিছু যদি সোনাদানা থাকে তাই কোলকাতায় বন্ধক রেখে আপাততঃ টাকা সংগ্রহ করি। তারপর সব ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে।

কমল—ঠিকই বলেছ। আমার কাছে পুরনো সব হীরে-জহরৎ গহণা কিছু আছে। সেগুলো নিয়ে ব্যবস্থা কর।

পরাণ—তোমার কাছেই আছে ?

কমল—হ্যাঁ—আমার কাছেই আছে। সর্ব্বস্ব দিয়েও আমি বর্ধমানের সিংহাসন রক্ষা করব। মহতাবচন্দ ছাড়া আমি আর কাকেও বসতে দেব না—এই আমার প্রতিজ্ঞা। এস—এখনই এস [প্রস্থান]

পরাণ—প্রতাপ, দেখ তুমি কোথায় আছ। ছোকরারা আবার গান বেঁধেছে "পরাণবাবু, হ'য়ে কাবু হাবুডুবু খেতেছে"। কে হাবুডুবু খাচ্ছে—প্রতাপ না পরাণ ? হাঃ—হাঃ—হাঃ—

—দ্বাদশ দৃশ্য—

[কালনার পথ—একদল যুবক গান গাইতে গাইতে চলে গেল। পথিকেরা শুনছে, কেউ দাঁড়াচ্ছে কেউ একটু শুনেই চলে যাচ্ছে ; গানের মাঝে প্রবেশ করে প্যারেলাল ও গুলাবচন্দ। দুই একজন পথিক গান শুনছিল মন দিয়ে কিন্তু প্যারেলাল ও গুলাবচন্দকে দেখে রাজার লোক বলে চিনতে পেরে ভয়ে স্থান ত্যাগ করে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গান শুনে প্যারেলাল, গুলাবচন্দ অন্যদিকে চলে যায়। গানের শেষে প্রবেশ করে সুরেশ ও ভেন্নুখুড়ো। দুজনেরই বগলে ছাতা এবং একটী ছোট পুঁটলী ছাতার সঙ্গে বাঁধা—ভেন্নুখুড়োর হাতে অতিরিক্ত একটী লাঠি।]

শোন ভাই শোন শোন মজার কথা।
হায় হায় রাজ বাড়ীতে কাণ্ড বেধেছে।
পরাণ বাবু হয়ে কাবু
হাবুডুবু খেতেছে॥
ছোটরাজা প্রতাপ চাঁদ
পেতেছে এক নূতন ফাঁদ,
চোদ্দ বছর পরে রাজা
সাধু হয়ে ফিরেছে।
মরেননি শিব আছেন বেঁচে
যোগে ছিলেন মহাযোগী,
দেশত্যাগের জন্যে তিনি
হয়েছিলেন মহারোগী।
চোদ্দ বছর নানান দেশে
ঘুরে ফিরে সাধুর বেশে
বর্ধমানে এসে শেষে
রাজ্যটা যে চেয়েছে॥

নিজের বোনকে রাণী করে,
ভাইপোকে তার করল ছেলে,
মেয়ে হ'ল পিসির সতীন,
পুত্ররূপে ভাইকে পেলে।
এ সব মজাই বর্ধমানে,
দেখবে না আর কোন খানে,
রাজ্যখানা পাবার তরে
অনেক ফাঁদ পেতেছে ॥

[গান শেষ হলে সবাই চলে গেল—থাকে শুধ্ ভেনুখুড়ো ও সুরেশ]

ভেণু—দেখছিস্ তো পরাণ বাবুর কেমন নাম ডাক হয়েচে? শুধ্ বদ্যমান-কালনা নয় সারা ভারতে নাম ছড়িয়ে গেচে।

সুরেশ—মা কালীর ইচ্ছেয় তাই দেখাচ গো ভেণুখুড়ো। আচ্ছা ভেণুখুড়ো কালনা তো দেখচি বেশ বড় শহর।

ভেণু—হ্যাঁরে—অম্বিকা কালনা, শ্রীপাট, বদ্দমানের রাজাদের কীর্ত্তি এখানেও আচে। এখানেও একশ আট শিবমন্দির আচে, রাজা রাণীদের সমাধি—

সুরেশ—আচ্ছা, পেতাপচাঁদের সমাধি আচে ?

ভেণু—আরে পেতাপচাঁদ মলে তবে তো সমাধি থাকবে। সে যে মরেনি এইটাই তো তার পেমান। যাই হোক্ কথাটা খুব গোপনীয়—তুই যেন পাঁচ কান করিস নে।

সুরেশ—ক্ষেপেচ—মা কালীর ইচ্ছেয় এ সব গোপন কথা কথনো পাঁচকান করে। আমার পেট না নোয়ার সিন্দুক। একবার চাবি পড়লে আর বেরোচ্চে না। তা খুড়ো কখন গঙ্গা স্নান করবো গো—চলো, মা কালীর ইচ্ছেয় মা গঙ্গার জল মাথায় নিয়ে ধন্যি হইগে।

ভেণু—চান করবো দাঁড়া—সহরটা তোকে একবার দেকাই। কাজতো ছুটো—গঙ্গাচান আর ছোটরাজাকে একবার দেকা। খুব সাবধানে থাকবি, কারও কাছে কথাটী বলবি না। পাঁচকান করলেই মরবি। কেউ কিচু বললে বলবি—গঙ্গা নাইতে এয়েচি।

সুরেশ—ক্ষেপেচ, তাই আবার বলে। বলেচি তো মা কালীর ইচ্ছেয় নোয়ার সিন্দুক। তা ছোটরাজাকে কখন দেকব ?

ভেণু—দেকবি, দেকবি। চ-ওরা আসচে, অন্যদিকে চ। খুব সাবধান। কথাটা খুব গোপনীয়, একটী কথাও যেন পাঁচকান না হয়।

সুরেশ—বলেচি তো—নোয়ার সিন্দুক।

ভেণু—চ—চ [টেনে নিয়ে যায় সুরেশকে]

[প্রবেশ করে কালনার দারোগা মহিবুল্লা, খুব মোটা এবং কালো। বড় গোঁফ আর দাঁড়ি আছে—খাঁকি প্যাণ্ট, হাফ, হাতা জামা, পায়ে পট্টি দেওয়া এবং জুতো। মাথার পাগড়ীটা খোলা অবস্থায় কাঁধে আছে। বগলে কতকগুলো কাগজ। একটা ছোট ব্যাটন গোছের লাঠি, কোমরের বেল্ট আঁটে আর খুলে যায়—অত্যধিক ভুঁড়ির জন্য। নিজেই মাঝে মাঝে বেল্টটা খুলে দেয়, আবার অনেক কষ্টে টাইট করে। পান খেয়ে ঠোঁটের ধার পর্য্যন্ত পানের পিচ গড়িয়ে এসেছে। দেহের স্থুলতার জন্য অল্প চলেই হাঁপায়, হাত জোড় করে সঙ্গে আসছে প্যারেলাল আর গুলাবচন্দ)

মহিবুল্লা—দেখুন আমি কালনার ডাক সাইটে মহিবুল্লা দারোগা। আমার নামে বাঘে-বলদে একঘাটে জল খায়। ও পেতাপচাঁদ ফেতাপচাঁদ কোন চাঁদকেই আমি রেহাই দেব না। এ আপনি নিশ্চিত জানবেন। তবে বর্ধমানের রাজাতো—ঐ খানে একটু দুর্ব্বলতা। কারণ এখানে রাজবাড়ীতে আমরা সুবিধা পাইতো। আর কোমরটাকে নিয়ে হয়েছে বিপদ

—আর এই সরকারী বেল্ট—এতে কি কোমর আঁটা যায়? বেল্টটা একটু বড় করতে দোষ কি? এ কি ছাগল ভেড়ার গলা—দেখুন না?

প্যারে—আপনাকে তো বর্ধমানের কালেক্‌টর সাহেব পত্র লিখেছেন যাতে জাল প্রতাপচন্দ কালনায় না নামতে পারে।

মহিবুল্লা—হ্যাঁ তা দিয়েছেন। তবে মশাই জানবেন—আমি মহিবুল্লা দারোগা—ও বর্ধমানের কালেকটর আছে আপনার ঘরে আছে। আমার ক্ষমতাও কম নয় জানবেন।

প্যারেলাল—সে কথা সত্যি। আপনার নাম শুনেই তো আসছি। পাদরি আলেকজাণ্ডারের সঙ্গেও দেখা করেছি। তাকে তো সব বুঝিয়েছি। এখন আপনি বুঝলেই হয়।

মহিবুল্লা—বুঝবো না কেন মশায় খুব বুঝেছি—প্রতাপচাঁদ যাতে বজরা থেকে শহরে নামতে না পারে—তার ব্যবস্থা তো? আপনার সঙ্গে ইনি কে?

গুলাব—হামি? হামি লালা গুলাবচন্দ মালহোত্রা, বাবুজী দয়াচন্দজী মালহোত্রা—মেরা দামাদ রাজা পরতাপচন্দ।

মহিবুল্লা—ও আপনি পেতাপচন্দের শ্বশুর? তা হ'লে আপনারা চাইছেন পেতাপচন্দ যাতে কালনায় নেমে লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারে—তার ব্যবস্থা করতে?

প্যারে—আপনি ভুল বুঝলেন, দারোগা সাহেব। এতো প্রতাপচন্দ নয়—এতো জাল। আমরা চাইছি এ জাল লোকটাকে জেলে পুরতে, যাতে সে কালনা সহরে না নামতে পারে। [জনান্তিকে] এই নিন্, পরানচন্দবাবু পাঠিয়েছেন—নগদ দু'শো এখন আছে—পরে আরও আপনার পাওনা রইল। কাজ হাঁসিল হ'লে [একটা থলি বার করে দেয় মহিবুল্লার হাতে। মহিবুল্লা তাড়াতাড়ি নিয়ে একবার বাজিয়ে—হাত দিয়ে টিপে দেখে—ওজনটা বুঝে পকেটে ঢুকিয়ে দেয়]

মহিবুল্লা—তা এ সবের কি প্রয়োজন ছিল? বর্ধমানরাজের কাজ শুধু মুখ খসালেই হয়। আমরা রাজার অনেক খাই—আর তাছাড়া বর্ধমানের কালেক্‌টর যখন লিখেছেন, তখন তো ব্যাটাকে নামতে দোবই না—

প্যারে—শুধু একটা কালেক্‌টর আমাদের কেনা নয়, বাকী সবাইকেও কিনে ফেলেছি।

মহিবুল্লা—পাদরি আলেকজাণ্ডার?

প্যারে—সে কি আর কিনতে বাকী আছে। আপনি নিশ্চিন্ত হন —সে আমাদের দলে।

মহিবুল্লা—একদল পল্টন যাচ্ছে কলকাতা, ক্যাপ্টেন লিটিল তাদের নিয়ে যাচ্ছে। পাণ্ডুয়ার কাছে তাদের থামতে বলা হয়েছে—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। আমি বেঁচে থাকতে কোন ব্যাটা পেতাপচন্দকে কালনার মাটিতে পা দিতে হবে না। গুলাবচন্দবাবু আপনি অন্য দামাদ খুঁজুন—এই জাল ব্যাটা আপনার দামাদ হ'তে চায়?

গুলাব—আউর কহিয়ে মৎ দারোগাজী। আরে হামি গুলাবচন্দ মালহোত্রো, আউর ইয়ে ছুছুন্দর কে দাবী—যে উয়ো মেরা দামাদ হ্যায়।

মহিবুল্লা—যান—নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোন গে যান।

[নমস্কার করে প্রস্থান করে প্যারেলাল ও গুলাবচন্দ। গোপনে টাকার থলিটা একবার বার করে ভালভাবে টিপে ওজন নিয়ে পরিমান করবার চেষ্টা করে]

মহিবুল্লা—নাঃ ফাঁকি দেয়নি, যতই হোক বর্ধমানের রাজা তো—একটা কথার দাম আছে।

[কোমরের ভিতর টাকার থলিটা রাখে প্যান্ট ফাঁক করে, বেল্টটা আলগা করে। এমন সময় দৌড়ে আসে প্যারেলাল হন্ত দন্ত হয়ে]

প্যারেলাল। শিগ্‌গির আস্থন দারোগা সাহেব—শিগ্‌গির আস্থন—বজরা থেকে কালনার ঘাটে কারা নামছে—অনেক লোকজন, পাইক, বরকন্দাজ—শিগ্‌গির আস্থন—

মহিবুল্লা। [কোমরে বেল্ট আঁটতে থাকে] কোথায় নামছে ? কে নামছে ? শিগ্‌গির দেখে এসে আমাকে খবর দাও—
[প্যারেলাল বাইরে যায়—দূরে তাকিয়ে দেখলে—কারা যেন আসছে। তাড়াতাড়ি কোমরে বেল্টটা বেঁধে মাথায় পাগড়ি জড়ায়। একদল লোক—সঙ্গে প্যারেলাল—পাশে গুলাবচন্দ। স্থরেশ, ভেন্নুখুড়ো এবং আরও অনেক লোক ঢুকে পড়ে—কারও হাতে তলোয়ার খোলা, হাতে ঢাল, বল্লম—ভেলভেটের ঝাণ্ডা। পিছনে সম্পূর্ণ রাজকীয় পোষাকে সন্ন্যাসী। পিছনে এবং পাশে রাজকীয় উর্দ্দিপরা চাপরাশি তলোয়াব খুলে সঙ্গে আসছে। মহিবুল্লা পাগড়ী বাঁধতে বাঁধতে হোঁচট খাবার উপক্রম। কোন রকমে পাগড়ীটা মাথায় জড়িয়ে, হাতের ব্যাটন নিয়ে সন্ন্যাসীর সামনের লোকদের সরিয়ে মাটির উপর সটান শুয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল জোড় হাত করে—মুখে হাসি—ব্যাটন কুড়িয়ে]

মহিবুল্লা। [চীৎকার করে] সরে যাও—সরে যাও—রাস্তা দাও—পাশে দাঁড়াও, পাশে দাঁড়াও—ছোট রাজা আসছেন—আস্থন—আস্থন।
[বলতে বলতে সন্ন্যাসীর সামনের পথ পরিষ্কার করতে করতে সন্ন্যাসী ও লোকজন নিয়ে বার হ'য়ে গেল—একধারে দাঁড়িয়ে আছে স্থরেশ ও ভেন্নুখুড়ো আর একধারে প্যারেলাল ও গুলাবচন্দ। গুলাবচন্দ অবাক হ'য়ে গেছে—প্যারেলালও তাই]

ভেন্নু। [দূরে প্রণাম করে] দেখলি ? রাজা দেখলি স্থরেশ ?

সুরেশ। হ্যাঁ দেখলুম ভেমুখুড়ো! মা কালীর ইচ্ছেয় রাজাই বটে—যে যাই বলুক—এ পেতাপচাঁদই বটে—আচ্ছা বাজ্জা!

ভেমু। খবরদার! খবরটা গোপন রাকবি। একদম পাঁচকান করবি না।

সুরেশ। তুমি ক্ষেপেচ ভেমুখুড়ো—মা কালীর ইচ্ছেয়—

ভেমু। চ—আয়—ইদিকে আয়—মজা দেকিগে আয়। ওধারে আবার ওরা রয়েচে [ঠেলে নিয়ে দলের দিকে প্রস্থান]

প্যারেলাল। [গুলাবচন্দ ঝাঁকানি দিয়ে] কি গুলাবচন্দ বাবু কি দেখছেন?

গুলাব। আরে দামাদ দেখতা হ্যায়। হ্যাঁ উয়ো মেরা সচ্‌মুচ্‌ দামাদ।

প্যারেলাল। কি? কি বলছেন?

গুলাব। সচ্‌মুচ্‌ ছোটরাজা। মেরা দামাদ—পরতাপচন্দ—

প্যারে। ঐ জাল জোচ্চোর লোকটাকে—যাকে সবাই আলোক শা বলছে-আপনি তাকে আপনার দামাদ বলেছেন?

গুলাব। তব উয়ো নহি?

প্যারে। না—ও নয়। কিছুতেই ও ব্যাটা নয়। ও ব্যাটা আলোক শা—কিন্তু মহিবুল্লা দারোগার একবার কাণ্ডটা দেখলেন? ব্যাটা নগদ খেয়ে কি কাণ্ডটা করলে—

গুলাব। পকেট্ মে জ্যাদা গিরা কেয়া—

প্যারে। আমি তার চেয়েও বেশী দোব। আসুন তো একবার দেখি ও কেমন মহিবুল্লা দারোগা—

[প্রবেশ করে মহিবুল্লা দারোগা—বেল্ট-বাঁধতে-বাঁধতে]

প্যারে। এই যে দারোগা সাহেব—শেষ কালে

মহিবুল্লা। আরে কিছু ভাববেন না—সামনা-সামনি একটু

বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলাম—নইলে জানবেন—আমি মহিবুল্লা দারোগা—সব ঠিক করে দোব। ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে—মজা দেখবেন আসুন—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[দ্রুত প্রস্থান—পিছনে পিছনে প্যারেলাল ও গুলাবচন্দ]

—ত্রয়োদশ দৃশ্য—

[কালনার গঙ্গার ঘাটের সন্নিকট—অন্ধকার নিস্তব্ধ রাত্রি দূরে বজরা তিনখানি আবছা দেখা যাচ্ছে—ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। প্রবেশ করলে ওগিলবি, হাতে পিস্তল, দারোগা মহিবুল্লা, তারও একহাতে বন্দুক-অন্যহাত কোমরে—সঙ্গে গুলাবচন্দ ও প্যারেলাল]

প্যারেলাল—ইয়োর অনার স্যার-ধরুন ঐ যে লাইট-কম্ সি—আলো দেখা যাচ্ছে-ছ্যাট রুম।

ওগিলবি—অলরাইট মহিবুল্লা—

মহিবুল্লা—(বন্দুক কাঁধে সেলাম করে) স্যার—

ওগিলবি—টোমি ক্যাপটেন জিটিলকো বোলো—ফ্যায়ার। শালারা রিভোল্ট করিটে আসিয়াছে। জলডি ফায়ার করিটে বোলো। ও শালা পাঞ্জাবের রণজিট সিং এর আডমী-আছে—শালারা রিভোল্ট করিবে—ফায়ার-ফায়ার—

মহিবুল্লা—ফায়ার। ডু ফায়ার!

ওগিলবি—ইয়েস, আস্‌ক হিম টু ফায়ার। সভি মিলিটারী আডমিকো ফায়ার করনে বোলো—

মহিবুল্লা—স্যার—দে স্লিপ্—ওরা ঘুমুচ্ছে—

ওগিলবি—বেষ্ট টাইম—এটাই আচ্ছা টাইম-বোলো জলডি বোলো-গো-মাই অর্ডার—

মহিবুল্লা—অলরাইট স্যার—ইয়োর অর্ডার—ফায়ার—

[স্যালুট করে বার হ'য়ে গেল।]

ওগিলবি—(প্যারেলালকে) কাম উইথ মি—হামার সাঠে চল—

প্যারে—ইয়োর অনার স্যার—ধরুন উই বেঙ্গলী—ভীতু—অত বন্দুকের আওয়াজ শুনলে—ধরুন আনকন্‌সাস্—অজ্ঞান হ'য়ে যাব—আমরা একটু দূরে থাকি-কি বলুন গুলাবচন্দ বাবু ?

গুলাব—উয়োহি—আচ্ছা হ্যায়। বে ফজুল মেরা দামাদকা মরনা ম্যায় কেঁয়ো দেখুঁ। ইউ গো—ইউ গো—

ওগিলবি—অলরাইট—ইউ বেঙ্গলী, ভেরী কাওয়ার্ড—যাও ভাগো—

[এমন সময় কয়েকটী বন্দুকের আওয়াজ হ'ল—প্যারেলাল ও গুলাবচন্দ প্রায় পড়ে যেতে যেতে উঠে দাঁড়িয়ে বিপরীত দিকে পালাল]

ওগিলবি—গো-অন্—গো অন—ফায়ার—ফায়ার—[আরও কয়েকটী বন্দুকের আওয়াজ—বজরার আলো নিভে গেল। মহিবুল্লা-একহাতে বন্দুক, অন্যহাত কোমরে, মাথার পাগড়ী খুলে মাটীতে লুটিয়ে পড়ছে, হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল ওগিলবির পায়ের কাছে-বন্দুকটা ছিটকে পড়ল দূরে। ওগিলবি তার পেটের ওপর লাথি মেরে চলে গেল]

ওগিলবি—ব্লাডি—রাস্কেল-ড্যাম—শূয়ার কা বাচ্চা [প্রস্থান]

[মহিবুল্লা আস্তে আস্তে উঠে চারদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ-আছে-কিনা—বন্দুকটা নিয়ে পাগড়ীটা কোমড়ে বাঁধলে]

মহিবুল্লা—উঃ—ব্যাটার পায়ের জোড় কি—যেন হাতীর পা। ভাগ্যিস বন্দুকটায় টোটা ভরা নেই—এখনই ফায়ার হ'য়ে যেত। হয় আমি মরতাম নয় শালা সাহেব মরত। আল্লার

অসীম করুণা-বেঁচে গেলাম। আমার আর জাল রাজা মেরে কাজ নেই বাবা—ঐ রে কারা আসছে—

[এক পাশে পড়ে রইল অন্ধকারে, ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ—আর্ত্তনাদ—'বাবারে' 'মাগো'—'মলাম রে' 'আমি নই' প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে—'মারো'—মারো'—'পালাও'-বজরায় ডাকাত পড়েছে'—'ডাকাত'—'ডাকাত' প্রভৃতি শব্দ—ঝাঁপ দেওয়ার শব্দ, 'পাকরো'-'পাকরো'-'এ্যারেষ্ট অল'। আকাশ ফরসা হয়ে এল। আস্তে আস্তে মহিবুল্লা চারদিক দেখে সামনে এগিয়ে এল, বন্দুকটা বাগিয়ে বগলদাবা করলে]

মহিবুল্লা—বাবা আর একটু হলেই হয়েছিল আব কি? একবারে বাঘের মুখে! আল্লার অসীম মেহের বাণী—কালই শান্তিপুরে পুলিশকে খবব দিচ্ছি। যাবে কোথা বাছাধন। তুমি পেতাপচাঁদ হও—আর যেই হও—আমিও মহিবুল্লা দারোগা।

[সেই দিকে ছুটে এল ভেণুখুড়ো—তার কোমর ধরে আছে সুরেশ। ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে—সামনেই মহিবুল্লা দারোগা দেখেই ভয়ে অন্যদিকে পালাতে যাবে]

ওগিলবি—[নেপথ্যে] এ্যারেষ্ট-এ্যারেষ্ট-সব ডাকু-সব বাঁঢো।

মহিবুল্লা—[বন্দুকটা তুলে] এই দাঁড়া-এখনই গুলি করবো। দাঁড়া—[ভেণুখুড়ো, সুরেশ থতমত খেয়ে ঘুরে দাঁড়ায়—সুরেশ কেঁদে ফেলে]

ভেণু—আমরা কেউ নই বাবা—আমরা—

মহিবুল্লা—[কোমর থেকে একহাতে পাগড়ীটা খুলে নেয়-অন্যহাতে বন্দুকটা ধরে থাকে] খবরদার, নড়বি না—নড়লেই গুলি করে দোব—

সুরেশ—[ক্রন্দন করে] ও ভেণুখুড়ো—ওরে বাবা, হে মা কালী-বন্দুক ! ভেণুখুড়ো—

ভেণু—দাঁড়া না—দেখচিস্ না—পুলিসের নোক—দয়ার শরীর। বাবা, আমরা কেউ নই—আমাদের—

[প্রবেশ করে ওগিলবি, হাতে রিভলভার]

ওগিলবি—হু আর ইউ ? মহিবুল্লা—ইউ আর হিয়ার ?

মহিবুল্লা—ইয়েস স্যার—এদের গ্রেপ্তার করছি ।

ওগিলবি—জলদি কর। হিয়া যেটনা আডমি সবকো এ্যারেষ্ট কর। কিসিকো মাট ছোড়না। এ্যারেষ্ট অল-সব রিভোল্ট করিটে আসিয়াছে।

মহিবুল্লা—আচ্ছা-স্যাব-সব কোতল করেগা।

[স্যালুট করলে—ওগিলবি চলে গেল]

ভেণু—আমরা বাবা বদ্ধমান থেকে গঙ্গা নাইতে এসেছিলাম—

সুরেশ—আর দিব্যি করে বলছি-মা কালীর ইচ্ছেয়-ছোট রাজাকে দেখতে আসিনি—হেঁই বাবা [ভেণু ইসারায় থামতে বলে]

মহিবুল্লা—ও সব জানি না। তোমরা পেতাপচাঁদকে দেখতে এসেছিলে। নিশ্চয়ই তোমরা পেতাপচাঁদের লোক। হাত বাড়াও।

[ভয়ে ভয়ে দুজনে হাত বাড়ায়-মহিবুল্লা তাদের হাতগুলো পিছনে করে-নিজের পাগড়ী দিয়ে বেঁধে ফেলে]

মহিবুল্লা—এই খানে চুপটী করে দাঁড়িয়ে থাকবে-আমি আরও কটাকে তোমাদের মতন ধরে আনি। তারপর দেখছি—পেতাপ চাঁদকে—আমি মহিবুল্লা দারোগা—বুঝলে—

[বীরদর্পে চলে গেল]

সুরেশ—[ক্রন্দন করে] হে মা কালী—ভেণুখুড়ো—ওঃ—ওঃ—ওঃ

কী হ'ল তোমার সঙ্গে এসে! এই সঙ্গ নেওয়ার ফল? মা কালীর ইচ্ছেয় আমাকে ছোট ছেলে পেয়ে তুমি ভুলিয়ে নিয়ে এলে? হে মা কালী! এখন! ও-মাগো—তুমি কোথায় গো—

ভেণু—আঃ চুপ কর—চুপ কর। বিপদের সময় ধৈর্য্য ধরতে হয়। আয় দেখি আস্তে আস্তে আয়। কিন্তু কথাগুলো গোপন রাকিস—পাঁচকান করিস না। ওদিকে নয়—ওদিকে নয়—এই দিকে আয়—ওদিকে দারাগা গেচে।

[পালাতে যাবে—দৌড়ে প্রবেশ করে মহিবুল্লা। ভয়ে পালাতে গিয়ে সুরেশ ও ভেণু খুড়ো পড়ে যাবে]

মহিবুল্লা—[বন্দুকের নলটা দিয়ে গুঁতো মেরে] শালারা-পালানো হচ্ছিল—চল-শালারা—চল—

সুরেশ—হে মা কালী—হে মা কালী-ভেণুখুড়ো [জোরে কেঁদে ফেললো]

ভেণু—[টেনে তুলে ধরে] তোকে পই পই করে বললাম—কথাটা গোপনে রাখতে—এখন চল হাজতে—

সুরেশ—কথাটা তো সিন্দূকেই ছিল—মা কালীর ইচ্ছেয়—

মহিবুল্লা—আমি মহিবুল্লা দারোগা—আমার হাত থেকে আসামী পালাবে—চল—চল শালারা—

সুরেশ—মা কালী-মা—

[বন্দুকের গুঁতো দিতে দিতে বার করে নিয়ে যায়]

———

—চতুর্দ্দশ দৃশ্য—

বর্ধমান রাজপ্রাসাদ।

[বিষণ্ণ বদনে বসে আছে আনন্দকুমারী পাশে দাঁড়িয়ে আছে মহতাবচন্দ]

মহতাব—বেবে কেন তুমি সাক্ষী দিতে রাজী হ'চ্ছো না। তুমি সাক্ষী দিলে নিশ্চয়ই তুমি তাঁকে চিনতে পারতে।

আনন্দ—আমি তাঁকে চিনতে পারলেও আমার ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হ'তো না। আমার সাক্ষীতে কারও কোন উপকার হ'তো না। দেখলে তো প্যারীকুমারী প্রথম থেকেই বাজী নয়।

মহতাব—কেন যে বড় ভাবিজী প্রথম থেকেই বাবুজীর মতে মত দিলে কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

আনন্দ—তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না—এ মামলায় আমি জানি আসামীর জেতবার কোন সম্ভাবনা নেই। মামলার তদ্বিরের জন্য রাজভাণ্ডার আজ একবারে শূন্য—এ কোম্পানীর রাজত্ব—টাকায় কি না হয়।

মহতাব—জানি না—এর পিছনে কি রহস্য আছে—যদি আসামী প্রতাপচন্দ বলেই প্রমানিত হয়—তাতে ক্ষতি কি? এত সম্পদ যেখানে—আমরা দু'জনে সেখানে সুখে থাকতে পারতাম না?

আনন্দ—সুখে হয়তো থাকতে পারতে—কিন্তু রাজক্ষমতা তো মামুজী আর ভূয়ার হাতে থাকতো না। এ হ'ল ক্ষমতার লড়াই। রক্তের স্বাদ যে বাঘ একবার পায় সে কি ভুলতে পারে? আসামীকে সত্যি যদি চিনতে পারতাম, মামলায় হেরে গেলে —আমাকে অসতী বলে সনাক্ত করা হোত। মেয়েদের এরূ

চেয়ে বড় কলঙ্ক আর কিছু নাই ভাই—বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাসে আমি একজন কলঙ্কিনী বধূ বলে পরিচিতা হতাম।

[বসন্তকুমারীর প্রবেশ]

বসন্ত—সামান্য কলঙ্কের ভয়ে আমি আমার মনকে ফাঁকি দিতে প্রস্তুত নই। মনের ভেতর অতৃপ্ত কামনার আগুন জ্বলছে। স্বার্থপর মানুষের দেওয়া কলঙ্কের কথা ভেবে আমার মনের ক্ষুধাকে চেপে রাখতে আমি প্রস্তুত নই বেবে।

আনন্দ—তবে কি করবি? কলঙ্কের পশরা মাথায় নিয়ে জীবন যাপন করবি? তার চেয়ে মরণ ভালো।

মহতাব—বুঝতে পারি আমি—তোমাদের দু'জনেরই অন্তর বিদ্রোহী দু'জনেই আহত, ক্ষুব্ধ। কিন্তু উপায় কিছু নাই।

আনন্দ—হ্যাঁ—ভগবানের দানের ওপর হাত চলে না। তাঁর দেওয়া দুঃখ মাথায় নিয়ে এ জীবন এমনই কাটিয়ে দিতে হবে তুষানলে দগ্ধ হয়ে।

বসন্ত—না, আমি তাতে সম্মত নই। বহু পুণ্যের ফলে মনুষ্যজীবন লাভ হয়—সেই জীবন শুধু মানুষের দেওয়া কতকগুলো বিধি নিষেধ মেনে কলঙ্কের ভয়ে নষ্ট করব না—তা হবে না। আমার জীবনকে আমি সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হবার সুযোগ দোব। যে বাধাই আমার সম্মুখে আসুক—আমার সকল শক্তি দিয়ে আমি তাকে দূর করব—

মহতাব—বেবে—তোর মনে এত জোর আছে?

বসন্ত—কেন থাকবে না। অর্থসম্পদই জীবনে একমাত্র কাম্য নয়। তা যদি হোত—রাজারা তাদের মেয়েদের সাদি না দিয়ে নিজেদের কাছে রাখলেই পারত—একটা পুরুষ খুঁজে তার হাতে মেয়েকে দান করতো না।

আনন্দ—সে কথা সত্য—কিন্তু যার হাতে দান করবে তাকে তো মেনে নিতে হবে?

বসন্ত—নিশ্চয়ই মানতে হবে—যদি সেও আদর করে তাকে মেনে নেয়। কিন্তু যেখানে আমার একার অধিকার নেই—যাকে আমি সম্পূর্ণ আমার করে পেলাম না-সেখানে ?

মহতাব—মানে যার আরও স্ত্রী আছে ?

বসন্ত—হ্যাঁ—পুরুষ যদি দুটো পাঁচটা মেয়ে সাদি করতে পারে—তার কামনা চরিতার্থ করবাব জন্য—স্ত্রীই বা পারবে না কেন দুটো পাঁচটা পুরুষকে গ্রহণ করতে ?

[প্রবেশ করে পরাণচন্দ]

পরাণ—খুব ক্ষোভ প্রকাশ করছ মনে হ'চ্ছে ছোটবাণী ? সমাজের নিয়ম শৃঙ্খলা তুমি আমি সকলেই মানতে বাধ্য।

বসন্ত—না বাধ্য আমি নই। আপনি যখন আমাদের আলোচনা শুনেছেন—তখন আমি আব কথায় ছেদ টানব না—বাবুজী।

পরাণ—কি বলবে তুমি ? কিছুদিন থেকেই দেখছি তোমার মতিগতি ভাল নয়—কি চাও তুমি ?

বসন্ত—আপনার শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্তি।

পরাণ—মুক্তি ? মহাতাব তোমার ভূয়ামাকে ডাকতো।

[মহতাবের প্রস্থান]

পরাণ—কিসের মুক্তি বসন্তকুমারী ?

বসন্ত—বর্ধমান রাজ্যকে শাসন করবার নামে আপনি আর ভূয়া ক্ষমতা লোভে আমাদের ওপর যে নির্ম্মম বন্ধন আরোপ করতে যাচ্ছেন—তার থেকে মুক্তি—

পরাণ—তোমার একটা ভুল ধারনা হয়েছে বসন্তকুমারী—আমি বা বহেন সর্ব্বদাই তোমাকে শাসনে রাখছি। কিন্তু তোমার মঙ্গল ভেবে যে আমরা করছি—সে কথা তুমি ভাবছ না।

বসন্ত—আমার মঙ্গলের জন্য !

পরাণ—হ্যাঁ—তোমাদের মঙ্গলের জন্য—কারণ তোমাদের অপরিণত বুদ্ধি। আর তা ছাড়া তোমরা দুজনেই আমার পরম আত্মীয়

—একজন কন্যা—অন্যজন ভাগনী। তোমাদের ভালমন্দ দেখার অধিকার নিশ্চয় আমার আছে।

আনন্দ—আমি তো এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিনি মামুজী। যা আপনারা করছেন তাই মেনে নিচ্ছি। নিজের শত ইচ্ছাকে দমন করে আপনাদের মতেই মত দিচ্ছি। বর্ধমান রাজবংশের মর্য্যাদার কথা মনে করে নিজের সকল সুখ—সকল কামনা বিসর্জ্জন দিয়েছি—আর—আর কি চান আমার কাছে?

[ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বার হ'য়ে গেলেন]

পরাণ—আনন্দকুমারী—আনন্দকুমারী—চলে গেল—যাক্

[প্রবেশ করেন কমলকুমারী ও মহতাবচন্দ]

কমল—কি খবর ভাইজী?

পরাণ—তোমার দুই ছোটরাণী বিদ্রোহী। আমরা মানে তুমি আর আমি তাদের অন্যায়ভাবে বন্দী করে রেখেছি—তাদের মুক্তি দিতে হবে।

কমল—এ কথা কে বলছে? বসন্তকুমারী?

পরাণ—হ্যাঁ শুধু বসন্তকুমাবী নয়—আনন্দকুমারীও। তিনি মুক্তির আশায় অভিযোগ করে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন আর বসন্তকুমারী মুক্তি নিয়ে স্থানত্যাগ করবেন।

কমল—চমৎকার। দেখ ভাইজী, যাদের মঙ্গলের জন্যে আমরা দিনরাত ভাবছি—রাজভাণ্ডারের সকল অর্থ জলের মত ব্যয় করে নিঃস্ব হলাম—তাদেরই মুখে এই কথা! মহারাজ মহতাবচন্দ—তুমিও কি এই দলে?

মহতাব—[ইতঃস্তত করে] আমি—আমি—

কমল—[ধমকদিয়ে] হ্যাঁ—আমি দেখেছি—যখন তখন তুমি এদের সঙ্গে জটলা কর। হাসি ঠাট্টা করলে আমি আপত্তি করতাম না। কিন্তু—গম্ভীর হয়ে যখন এদের সঙ্গে কথা বল—নির্জনে কি ভাব—তখনই আমার মনে হয়—তোমরা কি একটা

ষড়যন্ত্র করছ—আর সবচেয়ে বেশী বসন্তকুমারীকে কথা বলতে শুনি।

বসন্ত—তার কারণ আছে। বসন্তকুমারী যত আঘাত পেয়েছে—বসন্তকুমারীর জীবন যত ব্যর্থ হয়েছে, ততটা আর কারও হয়নি।

পরাণ—বসন্তকুমারী—বসন্তকুমারী—

বসন্ত—না, আজ যখন মুখ খুলেছি তখন স্পষ্ট কথাই বলব। আপনার কন্যা বলে নিজের পরিচয় দিতে আমার ঘৃণা হয়। আমার মঙ্গলের জন্য! আমার মঙ্গলের জন্য—মাত্র এগার বছরের বালিকা আমি· আমার সঙ্গে মৃত্যুপথযাত্রী জরাগ্রস্ত তেষট্টি বছরের বৃদ্ধের সাদি দিয়েছিলেন—অষ্টম মহিষী করে—নিজে রাজার অভিভাবক হবেন বলে। যদিও তার কয়েক বছর পূর্ব্বে আমারই ভাইকে—আমার স্বামীকে দান করেছিলেন পোষ্যপুত্র করবার জন্য। নিজের কন্যাকে নিজের পুত্রের বিমাতার আসনে বসাতে আপনার লজ্জা হয়নি? এ সব আমার মঙ্গলের জন্য, না বর্ধমানের রাজক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ব করবার জন্য?

পরাণ—বসন্তকুমারী! তুমি বড় বেশী কথা বলছ। ছোট মুখে বড় কথা শোভা পায় না। এখনও জিহ্বা সংযত কর—না হলে জান তোমাকে এই হারেমের মধ্যে পুঁতে ফেলতে পারি।

মহতাব—বেবে—বেবে—বাবুজীর সঙ্গে—

বসন্ত—থাম ভাই—তুমি বর্ধমানের রাজা—তোমার সব জানা দরকার। শুনুন পরাণচন্দবাবু! আমিও বর্ধমানের মহারাণী। কমলকুমারীর যে ক্ষমতা আছে—আমারও তাই। একই রাজার আমরা দুই রাণী। ভুলে যাবেন না—আপনি রাজ সরকারের একজন কর্ম্মচারী মাত্র। বাবুজী! বাবুজী—যদি বাবুজীর মতন হয় তবেই বাবুজী—নইলে সেও সামান্য

কর্ম্মচারীর সমান। আজ থেকে আপনার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ প্রভুভৃত্যের মতন। এই সব নিয়ে আমাদের পুত্র মহতাবচন্দের প্রতি কোনরূপ বিধি নিষেধ আরোপ করলে—কি ব্যবস্থা করতে হয় আমিও জানি। কালেকটার কিনলেই হয় না—লাটসাহেবের পথও আমার জানা আছে। মনে রাখবেন—যে পরাণচন্দ বর্ধমান রাজবংশের সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছে আমি তারই কন্যা—আমার বিষও কম নয়—সাবধান [প্রস্থান]

কমল—[অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে] এতদূর স্পর্দ্ধা। নেমকহারাম—

পরাণ—[উচ্চহাস্যে] হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—মেয়েটা কম বয়সে বিধবা হয়েছে—মাথাটা একটু গোলমাল হয়েছে-বুঝলে বহেন ওর জন্যে ভাল কবরেজের ব্যবস্থা করতে হবে—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—সাবধান—

—পঞ্চদশ দৃশ্য—

[রাধাকৃষ্ণ বসাকের বাড়ী—বসে আছেন সন্ন্যাসী —বাবু সাজ—চুস্ত—পাঞ্জাবী—মাথায় টুপি, রাধাকৃষ্ণ বসাক ও ক্ষেত্র মোহন]

সন্ন্যাসী—তোমরা তো জান—কমলকুমারী আমাকে কোনদিনই ভালোচোখে দেখতো না—ছু হুবার আমাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করবার চেষ্টা করা হয়।

রাধাকৃষ্ণ—তাই নাকি ? এতো শুনিনি ছোটরাজা—অথচ আপনিই রাংজবংশের একমাত্র ছেলে—

সন্ন্যাসী—পরাণচন্দ আমার শত্রু ছিল—স্পষ্ট কথার জন্যে গোরারাও আমাকে দেখতে পাবতো না। আর আমাদের যা দোষ—তাতো আছেই—

ক্ষেত্র—কি দোষ বলছ—

সন্ন্যাসী—কেন—নেশাটা—বাঈজীটা—

ক্ষেত্র—রাজার ছেলের এটা আবার দোষ নাকি ?

সন্ন্যাসী—আরে এই দোষ থেকেই তো যত ঝামেলা। একদিন নেশার ঘোরে বুঝতেই পারলাম না কোথায় আছি—কার কাছে আছি। নেশা ছুটলে দেখি—মাতৃস্থানীয়া এক মহিলাকে ধরে টানাটানি করছি—তাইতো এই চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস—

ক্ষেত্র—এটা তোমার বাড়াবাড়ি হয়েছিল—তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেই হোত—তা না করে—একবারে অজ্ঞাত বাস। কি এমন তিনি গুরুজন—যার জন্যে—

সন্ন্যাসী—সে বলা চলবে না ভায়া। কিন্তু অত সহজে—কি পাপ ধোয়া যায়—প্রায়শ্চিত্ত অত সহজে হয় না—

রাধাকৃষ্ণ—আপনাকে প্রায়শ্চিত্তর এ উপদেশই বা দিলে কে? বোধহয় আপনার গুরু কমলাকান্ত?

সন্ন্যাসী—ঠিক তিনি আমাকে উপদেশ দেন নি—তবে এই রকম পাপ করলে—তার প্রায়শ্চিত্ত নাকি এই ভাবে করতে হয়—এ কথা আমি শুনেছিলাম—তাঁর কাছেই।

ক্ষেত্র—তাই চলে গেলে—[সন্ন্যাসী বিচলিত হ'য়ে উঠে পড়লেন]

সন্ন্যাসী—হ্যাঁ ক্ষেত্রমোহন—সে যে কি মানসিক অশান্তি—তুমি তুমি বুঝবে না। সাতদিন, সাতরাত্রি ঘুমোতে পারিনি—কিছু ভাল লাগেনি—জ্বালা জ্বালা সুরা পান করেছি—যত রকম নেশা আছে করেছি—কিন্তু মনকে কিছুতেই সেই চিন্তা থেকে সরিয়ে রাখতে পারিনি। ক্ষেত্রমোহন—অন্যায় চিরকালই অন্যায়, প্রায়শ্চিত্ত করলেও কি তার সংশোধন হয়? তবুও মানসিক শান্তি ফিরে আসে নিশ্চয়ই।

ক্ষেত্র—থাক্-থাক্-তোমাকে আর ওসব কথা বলতে হবে না ছোটরাজা আমরা বুঝে নিয়েছি—তোমার মনের অবস্থা।

রাধাকৃষ্ণ—কিন্তু এখন তো শান্তিতে আছেন-আপনার ভাবনা কি—আমরা তো আছি। কিন্তু বাহাদুর ছেলে আপনি—পারলেন তো সব ছেড়ে যেতে।

সন্ন্যাসী—রাধাকৃষ্ণ বাবু! হঠযোগ তো আমার জানা ছিল-সেই হঠযোগের দ্বারা শরীরে তাপসৃষ্টি করলাম—শরীর খুব অসুস্থ—কাঞ্চন নগরের বাগান বাড়ীতে অসুস্থ হয়েছিলাম—সাধ্যকি কবরেজের আমার রোগের চিকিৎসা করে—মৃত্যু অবধারিত—কাজেই আমার ইচ্ছায় কালনায় অন্তর্জলি হতে চাইলাম—রাণীরা যাতে সঙ্গে না যায় তাও হুকুম দিলাম। গঙ্গায়

ঘাটের কাছে—আমার জন্মে ঘিরে তাঁবু করা হল—সেখানেই আমার থাকবাব ব্যবস্থা হল—

রাধাকৃষ্ণ—রাণীমারা আসতে চাইলেন না ? আপনি অসুস্থ হয়ে সেই তাঁবুতে বইলেন ?

সন্ন্যাসী—হ্যাঁ—সবই আমাব আদেশ এবং ইচ্ছায়—বাধা দেবে কে ? বর্ধমানে পরাণচন্দ বাবুজীকে সামলাচ্ছে ভাবছে—আমি মলে সে বাঁচে। বাবুজীকে বোঝায়—পুত্রের মৃত্যু দেখা উচিত নয় বিশেষ করে একমাত্রব পুত্রের—

ক্ষেত্র—সাংঘাতিক ব্যাপার—তারপব ?

সন্ন্যাসী—তারপর আব কি ? সেদিন রাত্রিতে খুব বৃষ্টি ঝড়—তাঁবু থেকে আমাব পলায়ন—একেবাবে নৌকা করে ওপাড়ে গিয়ে পাড়ি দিলাম আসাম—আসাম থেকে নানা তীর্থ দর্শন কবে বদবিকাশ্রম—সাধুদের সঙ্গে লাহোর. অমৃতসর, কাশ্মীব ঘুরে—চোদ্দ বছব পর আসি কালীঘাটে—সেখান থেকে বর্ধমান—তারপর তো সবই তোমাদের জানা—

ক্ষেত্র—তোমার একটা তৈলচিত্র ছিল না ?

সন্ন্যাসী—হ্যাঁ—সেটা আমিই আমার দেহের মাপে আঁকিয়েছিলাম।

ক্ষেত্র—শুনেছি তুমি নিজের রোজ ডাইরী লিখতে ?

সন্ন্যাসী—হ্যাঁ, আমার নিজের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা লিখে রাখতাম —সে ডাইরী আমার কাছে এখনও আছে—

[প্রবেশ করলেন ডেভিড হেয়ার—সঙ্গে দ্বারকানাথ ঠাকুর]

সন্ন্যাসী—আসুন, আসুন দ্বারকানাথবাবু—আপনি আসবেন আমার কাছে আমি ভাবতেই পারিনি—বসুন—বসুন—

[দ্বারকানাথ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন সন্ন্যাসীকে —তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন না]

হেয়ার—বস—টেগোর—বস। তুমি বোধ হয় এখন চিনতে পারছ

না ? [ছোটরাজাকে দেখিয়ে] ইনিই ছোটরাজা—বর্ধমানের প্রতাপচন্দ—

দ্বারকানাথ—ইনিই প্রতাপচন্দ।

ক্ষেত্র—হ্যাঁ ঠাকুরমশাই—ইনিই ছোটরাজা। অনেকদিন দেখেননি, তাছাড়া চেহারার তো পরিবর্ত্তন হয়েছে—তখন দেখেছেন যুবকটি—আর এখন—

সন্ন্যাসী—হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গে তো প্রথম দেখা রাজা রামমোহনের বাড়ীতেই—তারপরও বিভিন্ন গানের জলসায়—মনে পড়ছে আপনার দ্বারকানাথ বাবু ?

দ্বারকানাথ—না ঠিক আপনাকে আমি চিনতে পারছি না। হেয়ার সাহেব আমি ঠিক—

হেয়ার—আমিও প্রথম চিনতে পারিনি—তারপর আগেকার মুখখানা চোখের সমনে ভেসে উঠল। ওঃ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভদ্রলোককে কি কষ্টই না করতে হচ্ছে। কি নির্য্যাতনই না ওঁর ওপর হয়েছে। এমন কি গোরা সৈন্যদের দিয়ে গুলি করে মারবার চেষ্টাও হয়েছে—কিন্তু তুমিই বল দ্বারকানাথ—অত সহজে কি একটা সত্যকে নস্যাৎ করা যায়। তেমনি হয়েছে—কোম্পানীর রাজত্ব—শুধু ঘুষ—আর ঘুষ। বর্ধমানের রাজভাণ্ডার সাবার—শুধু ছোটরাজাকে রোখবার জন্য। যাক্ মামলায় জিত নিশ্চয়ই—তারপর সব আবার ঠিক হয়ে যাবে—কি বল দ্বারকানাথ ? আরে তুমি যে এখনও ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছ ? কি ভাবছ ? এখনও তোমার সন্দেহ গেল না ?

দ্বারকানাথ—না হেয়ার সাহেব—আমি এঁকে ঠিক চিনতে পারছি নে—আমার সঙ্গে ছোটরাজা প্রতাপচন্দের যথেষ্ট আলাপ ছিল—কিন্তু আমি এঁকে চিনতে পারছি নে। আচ্ছা

আমি চলি—আপনার সঙ্গে পরে কথা বলব [বার হ'য়ে গেলেন]

হেয়ার—আরে শোন, শোন—যেয়ো না—যেয়ো না দ্বারকানাথ—শোন—[প্রস্থান]

রাধাকৃষ্ণ—উনি বোধ হয় পরাণচন্দের লোক—নিশ্চয়ই খুব খেয়েছেন—কি বলুন ক্ষেত্রমোহন বাবু ?

ক্ষেত্র—বিচিত্র নয়—বড়লোকেরা সবাইতো পরাণচন্দের কেনা। উনিও খুব সাহেব ঘেঁসা—সাহেবদের সঙ্গে—ওঁকেও কিনেছে—

সন্ন্যাসী—না—ক্ষেত্রমোহন—উনি সে চরিত্রের লোক নন। উনি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর—আমাকে চিনতে পারেন নি—কাজেই স্বীকার করছেন না—এতে দোষের কি আছে। সবাই যে আমাকে চিনতে পারবেন—এমন কি কথা আছে।

ক্ষেত্র—হ্যাঁ তা বটে। উনি নাই বা চিনলেন—আমরা তো চিনেছি—আমরাই তোমাকে জিতিয়ে আনবো ছোটরাজা—কোন ভাবনা নাই—কি বলুন রাধাকেষ্ট বাবু—

রাধাকৃষ্ণ—হ্যাঁ হ্যাঁ—ঠিক কথাই তো—

[সন্ন্যাসী বিষন্নমনে ভিতরে গেলেন]

—ষষ্ঠদশ দৃশ্য—(শেষ দৃশ্য)

১৮৩৫ খৃঃ : হুগলী কোর্ট।

[এজলাসে জজসাহেব—একপাশে পেস্কার—সামনের বেঞ্চিতে কাউনসিলাররা ও অন্যান্য ব্যাক্তিগণ—দু'দিকে কাঠগড়া—একদিকের কাঠগড়ায় আসামী সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসীর এখন সাধারণ চুস্ত পায়জামা, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী—একধারে বসে আছে প্যারেলাল ও গুলাবচন্দ—সামনে একটী উচুঁ জায়গায় প্রতাপচন্দের একটী দেহের মাপে তৈলচিত্র রাখা আছে—সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে কথা বলছে—বসবার একটী টুল কাঠগড়ায়]

প্রথম কাউ—ধর্ম্মাবতার! এই ব্যক্তি যে প্রতাপচন্দ—এ বিষয়ে আরও যুক্তি আছে। প্রতাপচন্দের যদি মৃত্যু হ'ত তাহলে মহারাজ তেজচন্দ বাহাদুর কালনায় তাঁর সমাধি করতেন—কিন্তু মহারাজ তা করেন নি। অন্যায় ভাবে প্রতাপচন্দের অনুগামী ২৯৪ জনকে গ্রেপ্তার করে বর্ধমানে চালান দেওয়া হ'য়েছে। প্রতাপচন্দকে রাজবিদ্রোহী বলে সরকার মামলা রুজু করেছেন—কিন্তু কালনায় কেন গুলিছোড়া হ'ল—কে গুলি ছুড়তে হুকুম দিল—এ সবের বিচার হ'ল না। আমাদের বিশ্বাস ধর্মাবতার সুবিচারক এবং ধার্মিক খৃষ্টান। তাঁর কাছে আমরা সুবিচার প্রার্থনা করি। [উপবেশন]

জজ—এনি ওয়ান—আর কেউ আছেন?

১ম কাউ—ধর্মাবতার—আমার কয়েকজন সাক্ষীর এবার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হোক—

২য় কাউ—ধর্মাবতার। বাদীর পক্ষ থেকে আমাকে যেন তাদের জেরা করার সুযোগ দেওয়া হয়—

জজ—সিওরলি—নিশ্চয়ই আপনি সে সুযোগ পাইবেন। আপনার সাক্ষী—

১ম কাউ—ইয়োর অনার। আমার সাক্ষী এখন ডেভিড হেয়ার—

[পেস্কার কাগজ এগিয়ে দেয় জজসাহেবকে—বাইরে গিয়ে হাঁক দেয় পেয়াদা]

পেয়াদা—সাক্ষী—ডেভিড হেয়ার সাহেব—সাক্ষী ডেভিড হেয়ার সাহেব—হাজির——

[হেয়ার সাহেব প্রবেশ করেন—কাঠগড়ায় যান—ইংরাজীতে লিখিত শপথ পাঠ করেন]

I solemnly declare that what ever I shall say, shall be true. I shall say, nothing false nor I shall conceal anything.

জজ—ইয়োর নেম প্লিজ—

হেয়ার—ডেভিড হেয়ার—

জজ—আই সি—ডেভিড হেয়ার। ওয়াচ ডিলার! ঘড়ির ব্যবসা করেন?

হেয়ার—আগে ছিল-এখন নাই।

জজ—আই সি। আপনি এই ব্যক্তিকে চিনেন?

হেয়ার—হ্যাঁ—আমি ওঁকে চিনি, উনি বর্ধমানের রাজা তেজচন্দের পুত্র প্রতাপচন্দ—

জজ—[১ম কাউনসিলকে] গো অন—

১ম কাউ—হেয়ার সাহেব আপনি কেমন করে প্রতাপচন্দকে চিনলেন? আগে আপনি ওঁকে দেখেছিলেন?

হেয়ার—হ্যাঁ আমি পূর্ব্বে দেখেছিলাম। প্রতাপচন্দ আমার বন্ধু। অনেকবার আমি তাঁকে দেখেছি। কলকাতায় রাজা রাম

মোহনের বাড়ীতে, বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ীতে এবং আরও অনেক ভোজসভায়—

১ম কাউ—আপনি একেই প্রতাপচন্দ বলে সনাক্ত করলেন কেমন করে ?

হেয়ার—মুখ দেখেই আমি ওঁকে চিনেছি। উনি যে প্রতাপচন্দ্র এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

জজ—অল রাইট—আপনি [২য় কাউনসিলকে] কিছু জিজ্ঞাসা করিটে চান ?

২য় কাউ—ইয়েস ধর্মাবতার—

জজ—গো অন—

১ম কাউ—[কাঠ গড়ার কাছে গিয়ে] আচ্ছা সাহেব। আপনার নাম ডেভিড হেয়ার। আপনি শুধু কলকাতার নয়—সারা বাংলা দেশের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আপনি অনেক দান করেছেন এবং করছেন। আপনি এই একজন প্রতারককে এভাবে সাহায্য করছেন ? এটা কি ঠিক হচ্ছে ?

হেয়ার—না-না প্রতারক নয়—একজন সত্যিকারের মানুষকে তাঁর অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া উচিত বিবেচনা করে আমি সত্য কথা বলছি—উনিই প্রতাপচন্দ।

২য় কাউ—না সাহেব—না—উনি প্রতাপচন্দ নন। ও যে একজন প্রতারক-জাল—আজই তার প্রমান হবে-তখন আপনার সম্মান কোথায় থাকবে সাহেব। আপনি একজন সম্মানীয় ব্যক্তি—আমাদের দেশের বন্ধু—আপনি সত্য গোপন করবেন না।

হেয়ার—না-আমি সত্য গোপন করিনি। যা সত্য তাই আমি বলছি—উনি জাল নন-উনিই প্রতাপচন্দ।

২য় কাউ—বুঝেছি—আপনাকে আমি অপদস্থ করবো না। শুনেছি সাহেবরা সদা সত্য কথা বলেন—কারও কাছে কখনও সাহেবরা উপঢৌকন গ্রহণ করেনন না—মানে ঘুষ নেন না—খৃষ্টধর্মে তা নাকি পাপ—

হেয়ার—শুধু খৃষ্ট ধর্মে নয়—সকল ধর্মেই মিথ্যা কথা বলা, ঘুষ-নেওয়া —অধর্ম—

২য় কাউ—ওঃ-আপনি তো আবার তার মধ্যে চার্চে যান না—কোন ধর্মই মানেন না। যাক্ আপনাকে আর আমি জেরা করতে চাই না। ধর্মাবতার! যিনি কোন ধর্ম মানেন না—তাঁকে আমি আব জেরা করতে চাই না।

[নিজ আসনে বসলেন]

জজ—অল রাইট-মিঃ হেয়ার-আপনি যাইটে পাবেন।

হেয়ার—থ্যাঙ্কস্-[কাঠগড়া থেকে বার হয়ে বাইবে যান]

জজ—:নক্সট ম্যান—

১ম কাউ—বিষ্টপুরের রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ—

[পেস্কার কাগজ এগিয়ে দেয়]

পেয়াদা—সাক্ষী—রাজা ক্ষেত্রমোহন সিং—হাজির—

[ক্ষেত্রমোহন সুসজ্জিত হয়ে খুসীমনে কাঠগড়ায় ওঠেন]

পেস্কার—হলফ পড়ুন—

ক্ষেত্র—[বাংলায় লিখিত হলফ পড়েন]

"আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিতেছি যে—আমি যে সাক্ষ্য দিব—তাহা সত্য হইবেক। আমি কিছু মিথ্যা বলিব না—এবং কিছু গোপন করিব না।"

জজ—আপনাব নাম কি?

ক্ষেত্র—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সিংহ।

জজ—অলরাইট—আপনি এই ব্যক্তিকে চিনেন ?

ক্ষেত্রমোহন—ওনাকে চিনি না! ওনাকে চিনি বলেই তো সাক্ষী দিতে এসেছি।

জজ—[১ম কাউনসিলকে] গো—অন—

১ম কাউ—আচ্ছা সিংহমশায়—আপনি ওঁকে চিনলেন কেমন করে ?

ক্ষেত্র—উনি কতবার আমাদের বিষ্টুপুরে এসেছেন—একসঙ্গে কতদিন বরা মারতে গেছি—আমার বন্ধু—আর আমি ওঁকে চিনব না!

১ম কাউ—আপনি ওঁর পরিচয় বলুন।

ক্ষেত্র—কি পরিচয় ?

১ম কাউ—উনি কে ? কি নাম ? কোথায় নিবাস ?

ক্ষেত্র—নাম—মহারাজ প্রতাপচন্দ বাহাদুর—পিতার নাম—স্বর্গগত মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ বাহাদুর—পিতামহর নাম—স্বর্গগত মহারাজ ত্রিলোকচন্দ বাহাদুর—প্রপিতামহর নাম—

জজ—ষ্টপ্। নিবাস ?

ক্ষেত্র—বর্ধমান ভুক্তির—বর্ধমান সহর—

১ম কাউ—ধর্মাবতার—আমার প্রশ্ন শেষ—আই ফিনিস্।

জজ—অলরাইট—আপনি—[২য় কাউন্সিলকে]

২য় কাউ—ইয়েস্ স্যার—আমি সাক্ষীকে জেরা করব—

জজ—গো অন্—

২য় কাউ—শুনুন বিষ্টুপুরের রাজা—আমি বলছি—উনি বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দের পুত্র—প্রতাপচন্দ নন, উনি প্রতারক। প্রতাপচন্দের নাম বলে নিজেকে চালাচ্ছেন—

ক্ষেত্র—আপনি বলতে পারেন—আমি বলতে পারি না। আপনি প্রতাপচন্দকে তো আগে কখনো দেখেন নি—আপনি ওই—

কথাই বলবেন—কিন্তু আমি ওনাদের নিমক খেয়ে—মিথ্যা বলতে পারব না।

২য় কাউ—আমি বলছি আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। আপনি বেশ মোটা টাকার লোভে একজন জাল ব্যক্তিকে প্রতাপচন্দ বলে প্রচার করছেন। কিন্তু আপনি জানেন না বোধ হয় মিথ্যা সাক্ষী দিলে তার কি ফল হয়। কোম্পানীর রাজত্বে মিথ্যা সাক্ষী দিলে কারও রেহাই নাই। এদের আইন সাহেবদেরও ক্ষমা করে না—

ক্ষেত্রমোহন—বলেন কি? হরধামের রাজা নরহরিচন্দ্র, বিলকুলির নবাব আনোয়ার আলি, জাহানাবাদের রামদীন সিং, বল্লালদিঘীর হাফেজ ফতে আলি—এঁরা সবাই মিথ্যা বলছেন? অবাক করলেন আপনি?

২য় কাউ—তা হ'লে ওঁরা সবাই এঁকে প্রতাপচন্দ বলছেন ব'লে আপনিও বলছেন—তা না হ'লে বলতেন না—ধর্মাবতার এই কথাটা নোট করুন—

জজ—অলরাইট—

ক্ষেত্র—না—তা কেন—তা কেন—

জজ—আপনি বসিটে পারেন—

২য় কাউ—আমার জেরা শেষ—

[ধীরে ধীরে ক্ষেত্রমোহনের উপবেশন]

জজ—এনি মোর—

২য় কাউ—আজ্ঞে আমাদের—সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী দারোগা মহিবুল্লা খাঁ বাকী আছেন।

জজ—কল অন—

[পেস্কার কাগজ এগিয়ে দিল—পেয়াদা বাহিরে গিয়ে ডাক দেয়]

পেয়াদা—সাক্ষী দারোগা মহিবুল্লা খাঁ সাহেব—সাক্ষী দারেগা মহিবুল্লা খাঁ সাহেব—হাজির—

[কোমরে বেল্ট আঁটতে আঁটতে মহিবুল্লা প্রবেশ ক'রে স্যালুট করে। কাঠগড়ায় দাঁড়ায় ও শপথ পাঠ করে]

জজ—টোমার নাম কি ?

মহিবুল্লা—ইয়োর অনার স্যার—মাই নেম মহিবুল্লা খাঁ—

জজ—টুমি কি কাজ কর ?

মহিবুল্লা—আই ইয়োর অনার—কালনার দারোগা—টাইগার অক্স একসঙ্গে পানি খায়।

জজ—অলরাইট—[২য় কাউন্সিলকে] গো অন—

২য় কাউ—আচ্ছা দারোগাবাবু—আপনি ঐ ব্যক্তিকে চেনেন ?

মহিবুল্লা—কাকে ? ঐ ওনাকে ?

২য় কাউ—হ্যাঁ—ওকে—

মহিবুল্লা—আজ্ঞে হ্যাঁ চিনি—

২য় কাউ—চেনেন ? উনি কে ?

মহিবুল্লা—আজ্ঞে, হ্যাঁ—উনি বর্ধমানের রাজা পেতাপচাঁদ।

২য় কাউ—প্রতাপচন্দ ! [ধমকিয়ে] কি করে চিনলেন ?

মহিবুল্লা—[থতমত খেয়ে] আজ্ঞে স্যার—উনি বলছেন—

২য় কাউ—ওঃ—উনি বলছেন—তাই চেনেন—তা নাহলে আপনি চিনতেন না। ওকে আপনি আগে কখনও দেখেছিলেন ?

মহিবুল্লা—আমি ? আমি তো আমি স্যার-আমার বাবাও ওঁকে কখনো দেখেনি।

২য় কাউ—আচ্ছা—আপনিই তো ওকে কালনায় আপনার দলবল নিয়ে তাড়া করেছিলেন ?

মহিবুল্লা—আমি ! আজ্ঞে না স্যার-আমি তাড়া করিনি। ক্যাপটেন লিটিল তাঁর দলবল নিয়ে ওঁকে তাড়া করেছিলেন। আমি কিছু করিনি।

২য় কাউ—ক্যাপটেন লিটিল কে ?

মহিবুল্লা—আজ্ঞে স্যার গোরা পল্টনের ক্যাপ্টেন। বর্ধমান হয়ে পল্টনের দল যাচ্ছিল কলকাতা—তারাই পাণ্ডুয়া হয়ে কালনা যায়—কারণ কালনায় কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হবার কথা ছিল—সেই বিদ্রোহের নেতা ওই উনি—উনি পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহের দলের লোক—তাই বিদ্রোহ দমনের জন্তে পল্টন গেল কালনা।

২য় কাউ—তা হ'লে ঐ ব্যক্তি-রণজিৎ সিংহের লোক ?

মহিবুল্লা—আজ্ঞে তাই সবাই বলছে। ওঁর দলে তিনশত বিয়াল্লিশ জন লোক ছিল—তার মধ্যে গুলিতে মরেছে আঠারো জন—বন্দী হ'য়েছে ২৯৪ জন—তারা সব বর্ধমানের হাজতে।

২য় কাউ—ধর্মাবতার! আমার জেরা শেষ।

জজ—অল রাইট। ইউ প্লিজ—[১ম কাউনসিলকে]

১ম কাউ—ইয়েস স্যার। [কাঠ গড়ার কাছে গিয়ে] আচ্ছা দারোগা সাহেব—আপনি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বলেছেন—উনি বর্ধমানের রাজা প্রতাপচন্দ, আবার এখন বলছেন—উনি রণজিৎ সিংহের লোক—বিদ্রোহী। তা হলে আপনি ঠিক জানেন না—উনি কে ?

মহিবুল্লা—আজ্ঞে—আমি তো বলেছি—আমি ওকে চিনি না। আবার ওর নাম শুনছি—কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী—

১ম কাউ—কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী! তিনি কে ?

মহিবুল্লা—আজ্ঞে একজন ঠগ সাধু—অনেককে ঠকিয়ে গুরুগিরি করেন।

১ম কাউ—ইনি সেই সাধু ?

মহিবুল্লা—আজ্ঞে তা আমি কি করে বলব ?

১ম কাউ—কিন্তু আমি শুনেছি—উনি যখন কালনার মাটিতে নামেন

বজরা থেকে তখন আপনি ওঁকে রাজার সম্মানে খাতির করেছিলেন—এ কথা কি সত্য ?

মহিবুল্লা—আজ্ঞে হ্যাঁ করেছিলাম। কি জানি যদি সত্যিই উনি পেতাপচাঁদ হন—তখন তো বিপদে পড়ব-তাই।

১ম কাউ—তা হ'লে কিছুই জানেন না ?

মহিবুল্লা—আজ্ঞে না। আমি কিছুই জানি না। আমি সামান্য দারোগা—আমি অত বড় বড় খবর কেমন করে জানব।

১ম কাউ—ধর্মাবতার আমার জেরা শেষ।

জজ—[মহিবুল্লাকে] টুমি যাইটে পার—থ্যাঙ্ক ইউ—

মহিবুল্লা—[মহিবুল্লা কোমরের বেল্টটা ধরে] ইয়োর অনার স্যার—থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ, বাঁচালেন স্যার, ইয়োর অনার—

[নমস্কার করতে করতে বার হয়ে গেল]

জজ—নেক্সট ম্যান—

২য় কাউ—বাবু দ্বারকা নাথ ঠাকুর—

[পেস্কার কাগজ এগিয়ে দিল]

পেয়াদা—সাক্ষী বাবু দ্বারকা নাথ ঠাকুর হাজির—বাবু দ্বারকা নাথ ঠাকুর—

[দ্বারকা নাথ ঠাকুর প্রবেশ ক'রে কাঠগড়ায় উঠলেন]

পেস্কার—হলফ পড়ুন বাবু—

[দ্বারকানাথ বাংলায় হলফ পড়লেন]

দ্বারকানাথ—আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিতেছি যে—আমি যে সাক্ষ্য দিব—তাহা সত্য হইবেক। আমি কিছু মিথ্যা বলিব না এবং গোপন করিব না।"

জজ—আপনার নাম ?

দ্বারকনাথ—শ্রীদ্বারকানাথ ঠাকুর।

জজ—অলরাইট—মিঃ টেগোর—আপনি এই ব্যক্তিকে চিনিতে পারেন ?

দ্বারকনাথ—আজ্ঞে না চিনতে পারছি না।

জজ—ইহাকে আপনি কখনও দেখিয়াছেন ?

দ্বারকানাথ—আমার মনে পড়ে না।

জজ—ইনি কি বারডওয়ানের রাজা পরটাপচণ্ড ?

দ্বারকানাথ—আমি বলতে পারি না।

জজ—অল রাইট। (২য় কাউন্সিলকে)—গো অন—

২য় কাউ—[জেরা আরম্ভ করলেন] দ্বারকানাথ বাবু—আপনি তো যা বলবার বলেছেন—অর্থাৎ এই ব্যক্তি যে রাজা প্রতাপ চন্দ নয়—একথা আপনি বলেছেন। জিজ্ঞাসা করি—দ্বারকা নাথবাবু—আপনি পূর্ব্বে প্রতাপচন্দকে কবার দেখেছিলেন ?

দ্বারকানাথ—ঠিক সংখ্যা বলতে পারব না—তবে অনেকবার তাঁকে দেখেছি এবং তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল।

২য় কাউ—কি ভাবে পরিচয় ছিল ?

দ্বারকানাথ—প্রতাপচন্দ বর্ধমান থেকে কলকাতা আসতেন মাঝে মাঝে—রাজা রামমোহনের বাড়ীতেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। অনেক ভোজ সভায় তাঁর সঙ্গে এক সঙ্গে আহার করেছি—নাচ গান জলসাতেও আমরা একসঙ্গে বসেছি।

২য় কাউ—তাহলে যে ভাবে তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয়-তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে—প্রতাপচন্দকে আপনি ভালভাবেই চিনতেন এবং এখনও যদি সত্যি তিনি জীবিত থাকতেন আপনি তাঁকে দেখলে চিনতে পারতেন।

দ্বারকানাথ—হ্যাঁ—আমি পারতাম—

২য় কাউ—ইয়োর অনার—আই হ্যাভ ফিনিশড—

[নিজ আসনে উপবেশন]

জজ—অলরাইট—[১ম কাউন্সিকে] গো অন—

১ম কাউ—ইয়োর অনার-আমি আর কি গো-অন করব স্যার। উনিতো ঠিকই করেছেন—উনি কিছুতেই—ওঁকে প্রতাপচন্দ বলবেন না—প্রমান হলেও বলবেন না।

[উঠে এসে কাঠগড়ার সামনে দাঁড়ালেন]

১ম কাউ—দ্বারকানাথ বাবু—আপনি আমাদের দেশের মাথার মণি। দেশ আপনার কাছে নানাভাবে ঋণী। শিক্ষাক্ষেত্রে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে, ব্যবসাক্ষেত্রে আপনার অবদান অসামান্য; সেইজন্যই আপনার অভিমতের যথেষ্ট মূল্য আছে। আচ্ছা—আপনার সঙ্গে কি বর্ধমানরাজ প্রতাপচন্দ বা তেজচন্দের কোন সময় বিবাদ হয়েছিল বৈষয়িক বা সামাজিক ব্যাপার নিয়ে?

দ্বারকানাথ—আমার স্মরণ নেই। আর যদি হ'য়েও থাকে তা এমন কিছু গুরুতর নয়।

১ম কাউ—গুরুতর না হলেও হয়েছিল—মি লর্ড প্লিজ নোট—

জজ—গো অন—

১ম কাউ—দ্বারকানাথবাবু। আপনি রাজা রামমোহনেরও পরম বন্ধু এবং একান্ত অনুগত ছিলেন—

দ্বারকানাথ—এ কথা সত্য।

১ম কাউ—দ্বারকানাথ বাবু—রাজা রামমোহনকে কিন্তু বর্ধমান রাজ তেজচন্দ বাহাদুর নানাভাবে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করেছিলেন—এক কথায় শত্রু ভাবাপন্ন ছিলেন মহারাজ তেজচন্দ রাজা রামমোহনের প্রতি।

দ্বারকানাথ—হ্যাঁ কতকটা তাই—

১ম কাউ—তা হ'লে তেজচন্দ বা বর্ধমান রাজের প্রতি আপনিও বেশ সন্তুষ্ট নন?

ব্যক্তিকে প্রতাপচন্দ বলে স্বীকৃতি দিয়ে--বর্ধমানের তথা কোম্পানীর বিপদ ডেকে আনবেন না। ধর্মাবতারের কাছে এই আমার শেষ আবেদন। [নিজের আসনে বসল]

জজ—[কিছুক্ষণ কাগজপত্র দেখে] আমি সমস্ত সাক্ষ্য বিবেচনা করিলাম। মহিবুল্লার সাক্ষ্য বিবেচনা করিলাম। মহিবুল্লার সাক্ষ্য বিবেচনার যোগ্য নহে। প্রধান সাক্ষী ক্ষেত্রমোহন সিংহের সাক্ষ্যও নিরপেক্ষ নহে। তাহাকে গেনড্ ওভার কবা হইয়াছে। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বিরুদ্যে গিয়াছেন। উভয় পক্ষেব কাউন্সিলের কঠাটে আমি এই সিদ্যান্ত কবিলাম যে ব্যক্তি রাজত্ব লাভের আশায় নিজেকে মহারাজ পুত্র পবটাপচণ্ড বলিয়া পবিচয় ডিটেছে টাহাকে কেহ কেহ কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী অঠবা আলোকশাহ বলিয়াছে। এই ব্যক্তি যে কেহ হইটে পারে—কিন্তু মহারাজপুত্র পরটাপ-চণ্ড নহে ইহা নিশ্চিট। মহারাজ পুত্র পবটাপচণ্ডেব সট্যই মৃট্যু হইয়াছে—এই ব্যক্তি জাল পরটাপচণ্ড। এই ব্যক্তি অন্যের নাম লইয়া নিজেকে পরটাপচণ্ড বলিয়া জাহির করিয়াছে এবং অনেক মানুষকে ঠকাইয়াছে—এই অপরাঢে এই অসামীর পাঁচ বটসর কারাডণ্ড হওয়া উচিট। কিণ্টু যাহার কোন নাম স্থির হইল না, যাহার কোন পরিচয় পাওয়া যাইল না—টাহার কি নামে শাস্টি হইবে এই সন্দেহের অবকাশে আসামীকে কোন শাস্টি ডেওয়া হইল না। বেকসুর খালাস ডেওয়া হইল। টবে ভবিষ্যটে আসামী আর কখনও নিজেকে পরটাপচণ্ড বলিয়া কোন স্থানে মামলা করিটে পারিবে না কারণ সে যে জাল পরটাপচণ্ড টাহা এখনই প্রমানিট হইল। কোর্ট ক্লোজড্।

[সকলেই বিভিন্ন দিকে বার হয়ে গেল—এগিয়ে এল গুলাবচন্দ ও প্যারেলাল]

প্যারেলাল—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ গুলাবচন্দ বাবু আপনার দামাদ চলে যায় যে—ধরুন—ধরুন—

গুলাব—[উদ্‌ভ্রান্তভাবে] প্যারেলাল—আমার দামাদ রাজা পরতাপচন্দ—রাজা পরতাপচন্দ। কি করলাম প্যারেলাল—আমার লেড়কির কথা একবার ভাবলাম না। এই বাংলার রোটী আর খাবো না—প্যারেলাল—থুঃ—থুঃ—

প্যারেলাল—তবে ধরুন আপনার দামাদ প্রতাপচন্দকে—

গুলাব—পরতাপচন্দ। জাল—না—না দামাদ পরতাপচন্দকে—দামাদ পরতাপচন্দ······[মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন—প্যারেলাল সহাস্যে লুটিয়ে পড়ল]

ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এল